ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 June, 2021 ■ আগরতলা, ৪ জুন, ২০২১ ইং ■ ২০ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রশাসনিক জটিলতায় পাহাড়ে উন্নয়ন স্তব্ধ ভিলেজ কমিটি দখল নিতে মরিয়া তিপ্রা মথা

গণহারে অফিসে তালা, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন আধিকারীকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জুন।। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই গোটা রাজ্যের সাথে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার তিনটি ব্লকের বিভিন্ন এডিসি ভিলেজগুলিতে উন্নয়ন উন্নয়ন মূলক কাজ এবং এম জি এন রেগা প্রকল্পের কাজ কর্ম অচল অবস্থায় রয়েছে।

এমনই অচল অবস্থায় রয়েছে তেলিয়ামুড়া ব্লকের হদ্রাই এবং দক্ষিণ পুলিনপুর এডিসি ভেলিজে তিন দিন ধরে। এদিকে তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও সান্তনু বিকাশ দাস চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু ত্রিপ্রামথা দলের কর্মী সমর্থকরা মানতে নারাজ। তিপ্রা মথা নামক রাজনৈতিক দলের কর্মীদের উৎশৃংখল আচরণে দুটি এ.ডি.সি - ভিলেজের উন্নয়নমূলক এম.জি.এন রেগা প্রকল্পের কাজ কর্ম লাটে। এমন অচল অবস্থা প্রায় তিনদিন ধরে তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের হদ্রাই-এ.ডি.সি ভিলেজ এবং দক্ষিণ পুলিনপুর এ.ডি.সি ভিলেজে।

তেলিয়ামুড়া ব্লকের বি.ডি.ও শান্তনু বিকাশ দাস সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করলেও তিপ্রা মথা দলের কর্মীরা মানতে নারাজ। গত ১৭ মে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ই.এম এ.ডি.সি ভিলেজগুলিকে চেয়ারম্যান হিসাবে মনোনীত হবেন? কে কোন দায়িত্ব পাবেন? এ সম্বলিত একটি নির্দেশ জারি করে। এই নির্দেশ পেয়ে তিপ্রা মথা দলের কর্মীরা এ.ডি.সি - ভিলেজ অফিস দখল নেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়। কিন্তু স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ওই অর্ডার ৩১ মে রাজ্য প্রশাসন নাকচ করে দেয়। এতে যত বাঁধে বিপত্তি।

বৃহস্পতিবার ওই দুইটি এ.ডি.সি ভিলেজের পঞ্চায়েত সচিবদ্বয় তেলিয়ামুড়া ব্লকের বি.ডি.ও কে ফোনে জানায় তারা ভিলেজ অফিসে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। খবর পেয়ে বি.ডি.ও শান্তনু বিকাশ দাস এবং তেলিয়ামুড়া থানার ও.সি নাড়ুগোপাল দেব সিআরপিএফ এবং টিএসআর জাওয়ান নিয়ে ঘটনাস্থলে অর্থাৎ ভিলেজ অফিসে যান। সেখানে জড়ো হয়ে থাকে তিপ্রা মথা দলের কর্মী সমর্থকেরা। বি.ডি.ও তাদের সাথে দফায় দফায় কথা বলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটি এ.ডি.সি ভিলেজে তালা দিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়াও ওইসব কর্মীসমর্থকরা কিছু অবৈধ দাবি জানায় যা সরকারীভাবে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। বি.ডি.ও শান্তনু বিকাশ দাস দিনভর চেষ্টা চালান যাতে সমস্যা নিরসন হয়। বলা বাহুল্য এই ধরনের সমস্যা এখন প্রায় প্রিতিদিনই ত্রিপুরা রাজ্যের এ ডি সি এলাকায় পঞ্চায়েত ও ব্লক গুলোতে ঘটে চলেছে।

মুলত বিগত ত্রিপুরা এ ডি সি নির্বাচনে মাত্র তিন মাসের নতুন রাজনৈতিক দল তিপ্রা মথা এ ডি সি দখলের পর থেকেই এই ধরনের সমস্যা তৈরী হচ্ছে। এখন দেখার বিষয় কবে নাগাদ সমস্যা স্থায়ী সমাধান ঘটে।

ভারতে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ৬২৪ চিকিৎসকের মৃত্যু শীর্ষে দিল্লি ঃ আইএমএ

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.)।। মারণ কোভিড-১৯ মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউ ভারতে কেড়ে নিয়েছে ৬২৪ জন চিকিৎসকের প্রাণ। শুধুমাত্র দিল্লিতেই প্রাণ হারিয়েছেন ১০৯ জন চিকিৎসক, বিহারে মৃত্যু হয়েছে ৯৬ জন চিকিৎসকের, পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যু হয়েছে ৩০ জন চিকিৎসকের।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, ২ জুন পর্যন্ত কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে ভারতে মোট ৬২৪ জন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। সবথেকে বেশি চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে দিল্লি ও বিহারে।

ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে মৃত্যু হয়েছে ৩৪ জন চিকিৎসকের, অসমে ৮ জন, বিহারে ৯৬ জন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন, ছত্তিশগড়ে ৫, দিল্লিতে ১০৯, গুজরাটে ৩১, গোয়াতে ২, হরিয়ানায় ৩, জম্মু-কাশ্মীর ৩, ঝাড়খণ্ড ৩৯, কর্ণাটক ৯, কেরল ৫, মধ্যপ্রদেশ ১৬, মহারাষ্ট্র ২৩, মণিপুর ৫, ওড়িশা ২২, পুদুচেরি এক, পঞ্জাব ৩, রাজস্থান ৪৩, তামিলনাড়ু ২১, তেলেঙ্গানা ৩২, ত্রিপুরা ২, উত্তর প্রদেশ ৭৯, উত্তরাখণ্ড ২, পশ্চিমবঙ্গ ৩০, অজানা এক।

নমুনা পরীক্ষার নিরিখে রাজ্যে দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমেছে, মৃত্যু মিছিল অব্যাহত রয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। নমুনা পরীক্ষার নিরিখে ত্রিপুরায় দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমেছে। কিন্তু মৃত্যুর মিছিল কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলে রেখেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ৬১১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে এবং আরও ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মৃতের সংখ্যা ছিল একদিনে ৯। দৈনিক মৃত্যু কমেছে ঠিকই, তবুও করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে মৃত্যুর মিছিলে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে গোটা রাজ্য। তবে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় করোনায় আক্রান্তের লাগাতার শীর্ষ হারে চিন্তা কিছুতেই কমানো যাচ্ছে না। অবশ্য, দৈনিক সুস্থতার হার কিছুটা স্বস্তি দিচ্ছে। কিন্তু দৈনিক মৃত্যুর ঘটনা বৃদ্ধি ভীষণ উদ্বেগজনক বলেই মনে করা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪,১৮৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৬১১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। দৈনিক আক্রান্তের হার অনেকটাই কমে হয়েছে ৪.৭৭ শতাংশ। এদিকে, ফের ৫ জনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়ে রেখেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনায় আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৬৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনও বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৩৩২ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৫৬৯০ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১,৮১৭ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১২,৩৭১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আরটি-পিসিআরে ৬৬ জন এবং রেপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ৬১১ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। তবে সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৬৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৫,৬৯০ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৫৩,২২২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪৬,৯৩৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার ৫.৩৮ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার সামান্য বেড়ে হয়েছে ৮৮.২৮ শতাংশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেট উত্তীর্ণ সকলের চাকরি নিশ্চিত করেছে সরকার ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক টেট উত্তীর্ণ হওয়ার শংসাপত্রের আজীবন মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে। তবে ত্রিপুরার পরিস্থিতি ভিন্ন। কারণ, রাজ্যে টেট উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষক পদে চাকরির আবেদনকারীদের একজনও এমন নেই যাঁর চাকরি হয়নি। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে ত্রিপুরার শিক্ষামন্ত্রী বলেন, টেট উত্তীর্ণ ১,২৬৭ জনের পোস্টিং দেওয়া বাকি। গ্রীষ্মকালীন ছুটি সমাপ্ত হলেই তাঁদেরকেও পোস্টিং দেওয়া হবে।

আজ বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার টেট উত্তীর্ণদের স্বার্থে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই সিদ্ধান্তের জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। তাঁর কথায়, বিভিন্ন টেট উত্তীর্ণ অনেকের এখনও চাকরি হয়নি। তবে এক্ষেত্রে ত্রিপুরার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর দাবি, টেট-১ এবং টেট-২ পরীক্ষা দিয়েছিলেন ১,৩০,৩৪৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৩,২৭৪ জন টেট উত্তীর্ণ হওয়ার শংসাপত্র পেয়েছেন। সকলের চাকরি নিশ্চিত এবং অনেকেই ইতিমধ্যে অফার ও পোস্টিং পেয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, ত্রিপুরায় টেট উত্তীর্ণ ২,৯৭৭ জনকে অফার দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে ১,২৬৭ জনের পোস্টিং দেওয়া বাকি। তাঁর কথায়, টেট উত্তীর্ণ কিছু চাকরিপ্রত্যাশী অন্য দফতরে চাকরি পেয়ে গেছেন। আবার এমন অনেকেই রয়েছেন টেট-১ এবং টেট-২ উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ফলে ৩,২৭৪ জনের মধ্যে ২,৯৭৭ জন শিক্ষক পদে চাকরির আবেদন জানিয়েছিলেন।

তাঁর বক্তব্য, অস্নাতক ৩৪৬ জন এবং স্নাতক ৯১১ জনের পোস্টিং দেওয়া হয়নি। তাঁদের মধ্যে বয়সোত্তীর্ণ ২৭ জনও রয়েছেন। গ্রীষ্মকালীন ছুটি সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁদেরও পোস্টিং দেওয়া হবে। টেট উত্তীর্ণদের চাকরি প্রসঙ্গে তিনি জানান, বাম আমলে ৯৯৪ জন টেট উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং বর্তমান সরকারের জমানায় ২,২৪০ জন। তাঁদের সকলের চাকরি নিশ্চিত করেছে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার।

মাধ্যমিক ও দ্বাদশ পরীক্ষা নিয়ে উচ্চস্তরীয় কমিটির বৈঠক ১৪ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। করোনা-র প্রকোপে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে মহা ফাঁপড়ে পড়েছে ত্রিপুরা সরকার। তবে সারা দেশেই একই অবস্থা। করোনা-র তাণ্ডবে কেন্দ্রীয় সরকার সিবিএসই-র মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল করেছে। সেই পথ অনুসরণ করে কয়েকটি রাজ্য ইতিমধ্যে সমস্ত বোর্ড পরীক্ষা বাতিল করেছে।
কিন্তু ত্রিপুরা সরকার এখন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পথ খুঁজে বের করতে যথা সম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছে। তাই আগামী ১৪ জুন শিক্ষা দফতর, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, স্বাস্থ্য দফতর সহ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, মনোবিদ, সাংবাদিককে নিয়ে পরীক্ষা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে বৈঠকের আয়োজন করেছে। ওই বৈঠকে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

প্রস্তাবিত বৈঠকে থাকবেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী তথা বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, এডিসি-র শিক্ষা দফতরের কার্যনির্বাহী সদস্য চিত্তরঞ্জন দেববর্মা, ত্রিপুরা উচ্চশিক্ষা পর্ষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর অরুণোদয় সাহা, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মিহির দেব, প্রাক্তন শিক্ষা অধিকর্তা রঞ্জিত কুমার দেবনাথ, বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকর্তা এনসি শর্মা, টিআইটি-র প্রিন্সিপাল প্রফেসর শেখর দত্ত, বিবিএম কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সঞ্জয় রায়, মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধানশিক্ষিকা রিতা পাল দে চৌধুরী, উমাকান্ত অ্যাকাডেমির প্রধানশিক্ষক রাজেশ দেববর্মা, শিক্ষা দফতরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা, এডিসি-র মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক, স্বাস্থ্য অধিকর্তা, এমবিবি কলেজের প্রিন্সিপাল ড় দীপান্বিতা চক্রবর্তী, এজিএমসি-র মনোবিদ ড় নবনীতা বণিক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক সঞ্জীব দেব।

বালি মাফিয়াদের তান্ডবে দিশাহারা রঘুনাথপুরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। বালি মাফিয়াদের তাণ্ডবে রীতিমতো দিশেহারা রঘুনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষজন। বালি মাফিয়ার বিরুদ্ধে কথা বললেই বাড়িঘরে হামলা চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ। সিপাহী জলা জেলায় শাসকদলের আশ্রিত বালু মাফিয়ার তাণ্ডবে অতিষ্ঠ জনসাধারণ।

বনদপ্তরের কোন রকম পারমিশন ছাড়াই বিশালগড় নোয়াপাড়া ৫ নং ওয়ার্ডের জসিম মিয়া বর্তমান শাসক দলের দোহাই দিয়ে অবিরাম বিশালগড় বিজয় নদ থেকে বালি তুলে নিচ্ছে। তার প্রতিবাদ করাতেই নদীর পার্শবর্তী বাড়িঘরের উপর হামলা ও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ এলাকার জনসাধারণের। রঘুনাথপুর পঞ্চায়েত ইনচার্জ জেসমিন বেগমকে জিজ্ঞাসা করতে উনি জানান ৫ নং ওয়ার্ডে এরকম বালু তোলার জন্য কোন ব্যক্তিকে পঞ্চায়েত থেকে কোনরকম পারমিশন দেওয়া হয়নি।

কোন ব্যক্তি নদী থেকে বালু তুলে নিচ্ছেন এর ব্যাপারে তিনি অবগত নন। অন্যদিকে ,প্রধান রিপা দাস চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করলে উনি জানান ,এ ব্যাপারে উনি আজ সাংবাদিকের মুখ থেকে শুনতে পেয়েছেন। উনারা এ বিষয়টি জানার পর উর্দতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বলেও জানিয়েছেন ।তাছাড়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ব বগাফা পঞ্চায়েতে রেগার কাজের দুর্নীতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩ জুন।। ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণ কুমার দাসের নেতৃত্বে পূর্ব বগাফা পঞ্চায়েতে চলছে রেগার কাজের দুর্নীতি । ঘটনার বিবরনে জানাযায় পূর্ব বগাফা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধিনে রেগার কাজের মাধ্যমে বিরেন্দ্র রিয়াং এর জায়গা থেকে রুহি দাস রিয়াং এর জায়গা পর্যন্ত রেগার কাজের মাধ্যমে জল নিষ্কাষনের জন্য ড্রেইন নির্মানের কাজ বরাদ্ব করাহয়। কিন্তু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে দেখাযায় এই ড্রেইনটি সঠিকভাবে নির্মান করাহয়নি।

পুরানো অর্ধেক ড্রেইন সংস্কার করে সাইনবোর্ড লাগিয়ে অর্থ গায়েব করেছেন আর পি এম দেবব্রত বর্মন ও ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণ কুমার দাস এমনটাই অভিযোগ। এই নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সন্মুখিন হয়ে সেখানকার জায়গার মালিক হেমেন্দ্র রিয়াং জানান এই কাজটি সঠিকভাবে হয়নি। তাছাড়া তিনি উনার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুলিশের উপর হামলা গ্রেপ্তার এবিভিপি নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। বিলোনিয়া থানার এএসআই স্বপন সেনের উপর নিগৃহের কান্ডে ধৃত এবিভিপি নেতা। নাম উদ্দীপন মজুমদার। বাড়ি বিলোনিয়া রামঠাকুর পাড়া।

পুলিশ গোপন সংবাদ পেয়ে বিলোনিয়া ভিতর বাজার থেকে আটক করে থানাতে নিয়ে আসার পর বিলোনিয়া হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর বিলোনিয়া জেলা দায়রা আদালতে পাঠিয়ে দেয়। ঘটনা ঘটে ২০২০ সালে, বিলোনিয়া সুকান্ত নগর পঞ্চায়েতের ড্রপগেইট এলাকার অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মী তথা বিলোনিয়া মন্ডল বিজেপির সহ-সভাপতি কিরন বিশ্বাসের বাড়িতে। বিলোনিয়া থানাতে মামলার নম্বর ২১২/২০২০। ঘটনায় জানা যায়, কালিপূজা বিসর্জনের রাতে জোরে মাইক বাজিয়ে উদাম ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআর জওয়ানদের লাঠিপেটায় গুরুতর আহত নিরীহ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহরের এমবিবি ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় টিএসআর জওয়ানদের লাঠিপেটায় দুই নিরীহ যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।করোণ ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে গোটা রাজ্যে করোনা কারফিউ জারি রয়েছে।

সকাল ছয়টা থেকে দুপুর বারটা পর্যন্ত বাজারহাট দোকানপাট খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে জনগণকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে বলা হয়। নির্দেশ মেনে দোকানপাট বাজার হাট খুলছে এবং ক্রেতা-বিক্রেতারা বাজারে আসেন। কিন্তু অঘটন ঘটেছে বৃহস্পতিবার। রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে দুই যুবক বাড়িতে ফিরছিল। তাদের বাড়ি ডুকলির মধুবন এলাকায়। মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে এমবিবি ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় যেতেই কর্তব্যরত টিএসআর জওয়ানরা তাদেরকে ধাওয়া করে।

কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে তাদেরকে বেধড়ক লাঠিপেটা করে। তাতে বাজার থেকে বাড়ি ফেরত যাওয়ার পথে দুই যুবক গুরুতর ভাবে আহত হয়। আহতরা হলো বান্টি ঘোষ এবং সুকান্ত বণিক। লাঠিপেটায় রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে থাকা ওই দুই যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায় দমকল বাহিনীর জওয়ানরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

আর এস আরের এ ধরণের ভূমিকা অপ্রত্যাশিত বলেও অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তের দাবি উঠেছে। আক্রান্ত যুবকরা এবং তাদের পরিবারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি নির্দেশ উপেক্ষা করে ঋণের কিস্তি নিতে মরিয়া একাংশ মাইক্রো ফিনান্স সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে আগামী আগস্ট মাস পর্যন্ত ব্যাংক ও মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলিকে ঋণের কিস্তির টাকা আদায় না করতে সরকারিভাবে সার্কুলার জারি করা হলেও নানাভাবে গ্রাহকদের ওপর টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য কৌশলে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে।

বর্তমানে গোটা দেশের সাথে প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরাতে চলছে করোনা পরিস্থিতি। তাই লাগু করা হয়েছে কারফিউ। নেই কাজকর্ম। এই অবস্থায় দিনমজুর খেটে খাওয়া মানুষের হাল বেহাল। করোণা মহামারীর মধ্যে প্রতি সপ্তাহে তাদের মাইক্রোফাইন্যান্সের কিস্তি গুলো দিতে হচ্ছে। রোজগার নেই।কোথা থেকে দেবে কিস্তি?কিন্তু বর্তমানে যেভাবে সাপ্তাহিক কিস্তি তোলা হচ্ছে তা কার্যত গরিব মানুষকে মানসিক চাপে ফেলছে মাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলি। মাইক্রোফাইন্যান্স এর কিস্তি পরিশোধ করতে না পেরে আত্মহত্যার ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে।

গরিব অংশের মানুষের কথা চিন্তা করে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে গতকাল রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা আলোচনা ক্রমে ব্যাংক ও মাইক্রোফাইন্যান্স গুলির ঋণ আদায় আগামী আগস্ট মাস পর্যন্ত স্থগিতের নির্দেশ দেন।যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় উনার ঋণ পরিশোধ করতে চান তাহলে ব্যাংক ও মাইক্রোফাইন্যান্স গুলি নেবে বলেও জানান।
কিন্তু জারি করা নোটিফিকেশনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সত্ত মাইক্রো ক্যাপিটাল কোম্পানি এক অমানবিক কান্ড সংঘটিত করল কদমতলায়। জানা গেছে, উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকের বাঘন গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা জয়ন্ত দাস দু মাস পূর্বে সত্ত মাইক্রো ক্যাপিটাল কোম্পানির ধর্মনগর শাখা থেকে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নেন।

ঋণের টাকার সাপ্তাহিক কিস্তি ১৭৭০ টাকা। সকাল থেকে সত্য মাইক্রো ক্যাপিটালের ফিল্ড এজেন্টরা বাগন গ্রামের জয়ন্ত দাসের বাড়িতে কিস্তি আদায়ের জন্য আসেন। ঋণ গ্রহীতা বর্তমান করোণা পরিস্থিতিতে রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে পড়াতে বর্তমানে কিস্তি দিতে অক্ষম বলে জানান।কিন্তু এজেন্টরা নাছোড়বান্দা। তাদের কিস্তি লাগবেই বলে সকাল থেকে জয়ন্ত দাসের ঘরে বসে থাকে। কোন উপায় না পেয়ে জয়ন্ত তার শূকর বিক্রি করে লোন পরিশোধ করবে বলে জানান। এমনকি মাইক্রোফাইন্যান্সের এজেন্টরা শূকর বিক্রির জন্য ক্রেতাও বন্দোবস্ত করে নেন। অল্প মূল্যে শূকর বিক্রি করতে বাধ্য হন গৃহস্থ। মামাইক্রো ফাইন্যান্স কোম্পানি গুলির ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ঋণগ্রহীতারা। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সার্কুলার জারি করার পরও যদি এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ না হয় তাহলে অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ টিএমসিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ জুন।। চিকিৎসায় বড়োসড়ো গাফিলতির অভিযোগ উঠল হাপানিয়াস্থিত টিএমসি'রবরুদ্ধে। শ্বাসকষ্টজনিত এক রোগীনিকে আখ্যায়িত করা হলো মানসিক ভারসাম্যহীন হিসাবে। শুধু তাই নয় দশ দিন ধরে তাকে খাওয়ানো হলো পাগল রোগের ঔষধও। সময়ে-অসময়ে তাকে দেওয়া হতো ইঞ্জেকশন ও স্যালাইন। রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করত তখন তাকে অবশ করে রাখা হত ঘুমের স্যালাইন দিয়ে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুললেন শহর দক্ষিণাঞ্চলের বাধারঘাট ইচাবাজারের জনৈক গোপাল সাহা। তিনি বলেন গত দশ দিন আগে শ্বাসকষ্ট জনিত রোগের কারণে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৩১ ▫ ৪ জুন ২০২১ ইং ▫ ২০ জৈষ্ঠ ▫ শুক্রবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

টিকাকরণে নিশ্চয়তা

কেন্দ্রীয় সরকারের চলতি বছরের ভ্যাকসিন পলিসি নিয়ে জাস্টিস চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের বেঞ্চ যে রায় দিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে সুপ্রিম কোর্ট সরকারের এ'বছরের 'উদার টীকাকরণ নীতি'তে আদৌ সন্তুষ্ট নয়। সর্বোচ্চ আদালত ওই নীতির সাংবিধানিকতা ও যুক্তিযৌক্তিকতা নিয়া কিছু প্রশ্ন তুলিয়াছে। সরকারকে চৌদ্দ দিনের মধ্যে নতুন হলফনামার মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ দিতে নির্দেশ দিয়াছে।ভারত সরকার আগে একটি এফিডেভিট দিয়া আদালতকে বলিয়াছিল, এই ব্যাপারে সরকারি প্রশাসকদের বিচারবিবেচনার উপর আস্থা রাখিতে।তাহারা যাহা করিবেন, তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া ভালোর জন্যেই করিবেন। কিন্তু বাস্তবে যাহা হইতেছে তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আদালত বলিয়াছে, 'মানছি, সংবিধান অনুযায়ী প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থা স্বতন্ত্র। নীতি-নির্ধারণ সরকারের দায়িত্ব, তাহাতে নাক গলানো উচিত নয়। কিন্তু সংবিধান আমাদের বলে না যে, একজিকিউটিভের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব হইলে চুপ করিয়া বসিয়া দেখিতে। সরকার সিদ্ধান্তের বিচারব্যবস্থা দ্বারা সমীক্ষা করাও সংবিধান অনুযায়ী আদালতের কর্তব্য।'কোর্টের প্রশ্ন গতবছর কেন্দ্রীয় সরকার নিজেই দুই ভ্যাকসিনের (কোভিশিল্ড ও কোভ্যাক্সিন) প্রস্তুতকারকদের থেকে সব ভ্যাকসিন কিনিয়া রাজ্য সরকারের মাধ্যমে টিকাকরণ করিয়াছিল। এইবার কেন ৫০ু নিজেরা তুলিয়া বাকি সব রাজ্য সরকারগুলিকে দেশে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে টেন্ডারের মাধ্যমে কিনিতে বলা হইতেছে? বিশেষতঃ যখন দেখা যাইতেছে যে, বিদেশি ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি রাজ্য সরকারের সঙ্গে লেনদেনে আগ্রহী নয়?চলতি বছরের নতুন পলিসি অনুসারে রাজ্য সরকার ও প্রাইভেট হাসপাতালগুলিকে কেন্দ্রের চাইতে বেশি দামে কিনিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে কেন?

কেন্দ্রের জবাব, ভারত সরকার গোটা দেশের জন্যে ৫০ু ভ্যাকসিন কিনিয়াছে, যাহার পরিমাণ রাজ্য সরকারগুলি আলাদা ভাবে যাহা অর্ডার করিবে তাহার তুলনায় অনেক বেশি। তাই ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি ভারত সরকারকে দামে বেশি ছাড় দিতেছে।আদালতের প্রশ্ন বেশ, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার কেন গত বারের মতো ১০০ু ভ্যাকসিনের বুকিং নিজেরা করিতেছে না? তাহা ,ইলে তো আরও বেশি ছাড় পাওয়া যাইবে এবং তাহখর সুফল গোটা দেশের জনতা পাইবে।চলতি বছরে ভারত সরকার তাহার ২০২১-২২ আর্থিক বছরের বাজেটে ভ্যাকসিনের জন্যে ৩৫,০০০ কোটি টাকার ব্যবস্থা রাখিয়াছে। এই টাকা গোটা দেশের ভ্যাক্সিন কিনিবার জন্য যথেষ্ট। ওই ফান্ড কী ভাবে কতটা কোথায় খরচ হইতেছে তাহার সূচনা সরকার আদালতকে হলফনামার মাধ্যমে দিক।

সরকার ৪৫ বছরের বেশি বয়েসি নাগরিক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রথম সারির করোনা যোদ্ধাদের জন্য সরকারি কেন্দ্রে বিনামূল্যে টিকাকরণের নীতি ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সের ক্ষেত্রে বলিয়াছে, সরকারি এবং বেসরকারি সমস্ত টিকাকরণ কেন্দ্রে পয়সা দিয়া টিকা নিতে হইবে? এ কেমন কথা? এই নির্ণয় অযৌক্তিক এবং স্বেচ্ছাচারী। এটা তো সংবিধানে আর্টিকল ১৯ দ্বারা প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের বিরোধী। ওই আর্টিকল অনুযায়ী আইনের চোখে সব নাগরিক সমান। কোর্ট আরও বলিয়াছে যে, সরকার টিকাকরণের প্রথম তিন পর্বে, গ্রাম ও শহরে প্রথম ডোজ ও দ্বিতীয় ডোজ কত লোককে দেওয়া হইয়াছে, এবং কত লোককে দেওয়া দরকার ছিল, তাহা পৃথক ভাবে তথ্য দিয়া জানাক। আজ পর্য্যন্ত কোভ্যাক্সিন, কোভিশিল্ড ও স্পুটনিক ফাইভ কত পরিমাণ জোগাড় হইয়েছে তাহার তথ্য দিক সরকার। সরকার কী ভাবে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের মধ্যে দেশের সব নাগরিককে কোভিড টিকা দিবে, তাহির রোডম্যাপ পেশ করুক। এর সঙ্গে এটাও জানাইতে হইবে যে, যদি থার্ড ওয়েভ আসে তাহা হইলে ছোট বাচ্চাদের জীবন রক্ষার জন্যে সরকারের কী যোজনা থাকিবে? শ্মশান এবং কবরখানায় কর্মরত শ্রমিকদের টিকাকরণ কত দূর হইয়াছে? কোন কোন রাজ্য সরকার ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা নাগরিকদের বিনামূল্যে টিকাকরণ করাইবে। এ বিষয়ে আদালতে হলফনামা দাখিল করা হোক, যাহাতে এ সবই 'কথার কথা' না থাকিয়া যায়। সরকার স্বঘোষিত 'উদার টিকাকরণ নীতি'র আবার সমীক্ষা করিয়া তাহা আদালতের নির্দেশের ভিত্তিতে যুক্তিযুক্ত করুক।

আমরা সাধারণ নাগরিকরা বহু দিন বাদে দেখিলাম, সর্বোচ্চ আদালত ভারত সরকারের নীতি ও হলফনামায় সন্তুষ্ট না হইয়া 'সুয়ো মোটো' অর্থাৎ গুরুত্ব বুঝিয়া স্বতঃপ্রণোদিত নির্দেশ জারি করিয়াছে।

এটিএম জালিয়াতি কাণ্ডে গ্রেফতার ১ ভিনদেশী, ফরিদাবাদে লালবাজারের গোয়েন্দারা

কলকাতা, ৩ জুন (হি.স.): এটিএম জালিয়াত ধরতে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিল লালবাজারের গোয়েন্দারা।অন্যদিকে একই অভিযোগে ফরিদাবাদে গ্রেফতার উজবেকিস্তানের এক নাগরিক। সূত্রের খবর, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানায় এই কাণ্ডের সঙ্গে জড়িত পান্ডারা রয়েছেন। আর তাই, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা পৌঁছে গেল গাজিয়াবাদ ও ফরিদাবাদে। গত কয়েকদিনে কলকাতায় নতুন পদ্ধতিতে এটিএম জালিয়াতির ঘটনা দেখা গেছে। এটিএম না ভেঙেই খোয়া গিয়েছে সমস্ত টাকা। গত কয়েকদিনে এই উপায়ে শহরের তিন প্রান্ত থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা খোয়া হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে পারেন, নতুন একটি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে চলছে এই জালিয়াতি। যার সাহায্যে এটিএম থেকে টাকা বের করে নিচ্ছে একটি চক্র। চুরির সময় ব্যাঙ্কের সঙ্গে লিঙ্ক ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে এটিএম-এর। এটিএম থেকে টাকা চুরি হলেও কোনও গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা যাচ্ছে না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে ২৫ এবং ২৮ মে তিনটি পৃথক মামলা দায়ের হয়েছে। এই জালিয়াতি ঠেকাতে তৎপর পুলিশ। সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। অর্থাৎ ব্যাংকের কোনও কর্মী যদি যুক্ত না থাকে তাহলে এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্ভব নয়। এই সন্দেহ থেকেই তদন্ত এগোয়। লালবাজার সূত্রে খবর, যারা এটিএম জালিয়াতি করছিল তারা কলকাতার লোক নয়। ভিন রাজ্য থেকেই এই চক্র চালানো হচ্ছিল বলে অনুমান। আর সেই কারণেই ভিনরাজ্যে একাধিক টিম গিয়েছে। সেখান থেকেই জালিয়াতির সূত্রে বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছে পুলিশ। পাশাপাশি যে সব সংস্থা এটিএমে টাকা ভরার কাজে যুক্ত, তাদেরও এই সন্দেহের তালিকা থেকে সরিয়ে রাখছে না কলকাতা পুলিশ। ওই সব সংস্থায় কারা কোথায় কাজ করছে, সেই তথ্যও অনুসন্ধান করছেলালবাজারর।

আলিপুরে দুস্থদের খাদ্য বিলি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩ জুন (হি.স.): বর্তমানে লকডাউন চলছে রাজ্য জুড়ে। লকডাউনের জেরে সমস্যায় পরেছে অনেকেই। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার আলিপুরে দুস্থদের খাদ্য বিলি করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গতবছর ঘূর্ণিঝড় আমফানের স্মৃতি ভুলতে না ভুলতেই চলতি বছর ঘূর্ণিঝড় ইয়াস দাপট দেখায় । উপকূলীয় অঞ্চল গুলিতে ঝাঁপিয়ে পরে ইয়াস। যার জেরে শহর জুড়ে তীব্র বৃষ্টিপাত হয়। একদিকে ইয়াস দাপট অন্যদিকে করোনা দুয়ে মিলে চরম সমস্যায় বহু মানুষ। আর তাই এদিন নবান্নের সভাঘর থেকে বৈঠক সেরে আলিপুরে ত্রাণ বন্টনের জন্য যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে বেশ কিছু মানুষের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।চাল, ডাল শুকনো খাবার তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

সাত দশকে যেন হারিয়ে গিয়েছে বাঙালির সাইকেল তৈরির ইতিহাস

অশোক সেনগুপ্ত

সাত দশকে যেন হারিয়ে গিয়েছে বাঙালির সাইকেল তৈরির ইতিহাস। বৃহস্পতিবার বিশ্ব সাইকেল দিবসে আড়ালেই থেকে গেল সেই আলেখ্য।

১৯৫২ সালের জুন মাসে তৈরি হয়েছিল বিখ্যাত সাইকেল তৈরির কারখানা সেন রালে। বাঙালির দ্বারা ব্যবসা হয় না' - এই প্রবাদটিকে সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত করে, স্বাধীনতা লাভের ঠিক পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে মাত্র চারশ টাকা পুঁজি ও বন্ধুকে নিয়ে একসঙ্গে ব্যবসা শুরু করেন সুধীর কুমার সেন। ব্যবসা মানে ইউরোপ থেকে সাইকেল ও সাইকেলের পার্টস আমদানি করার ব্যবসা। এই সূত্রে যোগাযোগ তৈরি হয় পৃথিবী বিখ্যাত ব্রিটিশ সাইকেল কোম্পানি ''র‍্যালে''র সঙ্গে।

'কলকাতা সাইকেল সমাজ' গ্রুপ পেজে জানা গিয়েছে, ১৮৮৫ সালে যখন প্রথম 'সেফটি বাইসাইকেল'' (একই মাপের দুটি চাকাযুক্ত, সবার চালাবার উপযোগী) তৈরি হয়েছিল ইউরোপে, তার ঠিক পর থেকেই এই ''র‍্যালে'' কোম্পানীর যাত্রা শুরু। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো সাইকেল কোম্পানিগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। সারা দুনিয়ায় চুটিয়ে বিক্রি হয়েছিল এই কোম্পানির সাইকেল, ছড়িয়ে পড়েছিল সুনাম। পরবর্তীকালে অন্য অনেক কোম্পানির সঙ্গে জোট বেঁধে, নতুন অধিগ্রহণ করে ব্যবসা বাড়ানোর পথে এগিয়েছিল র‍্যালে বাইসাইকেল কোম্পানি। অভিজ্ঞতার সূত্রে সুধীরবাবু বুঝতে পারেন ''র‍্যালে''-র এই ''ব্র্যান্ডভ্যালু''কে কাজে লাগাতে হবে আমাদের দেশে।

১৯৫২ সালের জুন মাসে তিনি তৈরি করেন সেন রালে ইন্ডাস্ট্রিজ ইন্ডিয়া লিমিটেড। বছরে ২লক্ষ সাইকেল তৈরি করার পরিকাঠামো নিয়ে বিরাট আধুনিক কারখানা তৈরি হোলো আসানসোলের উপকন্ঠে কন্যাপুরে। শুধু কারখানাই নয়, কর্মীআবাসন, অফিস-বিল্ডিং, মাঠ ইত্যাদি মিলিয়ে জমজমাট একটি সম্পূর্ণ শিল্পোদ্যোগ ও কলোনি। যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে, সঠিক গুণমান বজায় রেখে উৎপাদন শুরু হয়, সুযোগ হয় অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের। প্রথমদিকে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ আসত ইংল্যান্ড ও জার্মানি থেকে। পরে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবেই কাজ শুরু করে আসানসোলের এই ফ্যাক্টরি। শুধু ''র‍্যালে'' নয়, ''হাম্বার'', ''রবিনহুড''- এর মত সে যুগের বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ডের রোডস্টার সাইকেল এদেশে ছড়িয়ে পড়ে এই কোম্পানীর হাত ধরে এবং কিছুটা হলেও মূল বিদেশি সাইকেলের চেয়ে সহজলভ্য দামে। আজকেও কিছু ভুয়োদর্শী সাইকেল-রসিকের ঘরে আপনি পেতে পারেন যত্ন করে রাখা সেন-র‍্যালের পুরোনো একটি সাইকেল। এই সাইকেলের সুখ্যাতি নিয়ে একটি তথ্য না বললেই নয়। কয়েকটি সেন-র‍্যালে সাইকেল চুরি যাওয়াকে কেন্দ্র করে একবার কোর্টে মামলা পর্যন্ত উঠেছিল সেযুগে - এইরকম দৃষ্টান্ত আছে। শুধু ভারতে নয়, যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে বিদেশেও রফতানি হতে শুরু হয় ''সেনর‍্যালে'' বাইসাইকেল। এর কিছু পর থেকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও সাইকেল কোম্পানী তৈরি হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম দামে এইসব কোম্পানিগুলো সাইকেল বিক্রি শুরু করে। এছাড়া ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসতে থাকে মোটর-গাড়ি কেন্দ্রিক উচ্চকোটির সংস্কৃতি। সরকারও নানাভাবে উৎসাহ দিতে শুরু করে গাড়ি তৈরির শিল্পে।

এই অবস্থায় কিছুটা কম দামে বিক্রি করার প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়ে যায় সেনর‍্যালের সাইকেল। কিন্তু পাশাপাশি একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যে সমাজের সাধ্যবিত্তশ্রেণীর মোটরগাড়ির প্রতি ঝোঁক অনেকটাই থাবা বসায় সেনর‍্যালের এই উঁচু মানের সাইকেল শিল্পে। কোম্পানির অবস্থা এর পর থেকে ক্রমশ খারাপ হতে থাকে। ১৯৭৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কারখানার পরিচালন বিভাগ অধিগ্রহণ করে ও সাইকেল কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড নামে কিছুদিন উৎপাদন চালু রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু নানা কারণে, বিভিন্ন মামলা মোকদ্দমার পর তাও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায় ৯ এর দশকে এসে। প্রশ্ন উঠবে কি অবস্থা এখন আসল সেই ব্রিটিশ ''র‍্যালে'' ব্র্যান্ডের? চার ও পাঁচের দশকে ইউরোপের সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিতে কিছুটা মন্দা এসেছিল গাড়ি শিল্পের বাড়বাড়ন্তের প্রভাবে। পরে ৭ এর দশক থেকে নতুন করে সাইকেলের ব্যবহার বাড়তে থাকে ইউরোপের বিভিন্ন শহরে। ''র‍্যালে'' ব্র্যান্ডটিও বিভিন্ন দেশের নানান নামী কোম্পানির সঙ্গে জোট বেঁধে, কখনও বা মিশে গিয়ে, তার উজ্জ্বল উপস্থিতি ধরে রেখেছে আজও।

তাইওয়ান, চীন বা ভিয়েতনামে তৈরি ভালো মানের যন্ত্রাংশ পৌঁছে যাচ্ছে আমেরিকা, ইংল্যান্ড কিংবা কানাডার মূল ফ্যাক্টরিগুলোতে - র‍্যালে সাইকেল তৈরির জন্য। এই সময়ের পৃথিবীতে, এত বছর পরেও এর পরিচিতি বেড়েছে বৈ কমে নি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, হাতের নাগালে পেয়েও এই ''র‍্যালে'' ব্র্যান্ডটিকে আমরা ধরে রাখতে পারি নি। শুধু তাই নয় এই কারখানাকে ঘিরে সুন্দর একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছিল আসানসোলের কন্যাপুরে। পরিত্যক্ত কারখানা চত্ত্বরকে ঘিরে এখনও সেইসব গল্পের কথা কান পাতলে শোনা যায়। মজার ব্যাপার, আসানসোল শহরের রাস্তা, ব্রিজ, বাসস্ট্যান্ড এমনকি খেলার মাঠের সঙ্গে এখনও জড়িয়ে আছে এই ''সেন - র‍্যালে'' কোম্পানির নাম। দুঃখ একটাই, মোটরবাইক ও গাড়ি কেনার দু-তিন দশকের মহামারীর মধ্যে - সাইকেল ব্যবহার করার অভ্যেস আর মজাটাই আমরা আজ ভুলতে বসেছি।

কিন্তু বাঙালির ব্যবসা উদ্যোগের এই অতীতচর্চা আমরা আজ করছি কেন? কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে সাইকেলের আরো বেশি গুরুত্ব নিয়ে কথা হচ্ছে সারা পৃথিবীজুড়ে। আমাদের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি ও শিল্পনীতি যদি পরিবেশমুখী না হয় - বারবার দুর্যোগের সম্ভাবনার দিকে আমরা নিজেরাই এগিয়ে যাবো। সাইকেলকে ঘিরে নতুন করে যে সংস্কৃতি গড়ে তোলার কথা আমরা বলি, তাতে ৭২ বছর আগের এই বাঙালি সুধীর কুমার সেনের উদ্যোগকে আমাদের স্মরণ করতে হবেই।

বিশ্ব সাইকেল দিবস প্রতিবছর জুন মাসের ৩ তারিখে সমগ্র বিশ্বজুড়ে পালন করা হয়। ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসে রাষ্ট্রসংঘর সাধারণ সভা ৩ জুন তারিখটিকে বিশ্ব সাইকেল দিবস হিসাবে উদযাপন করতে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবে সাইকেলের দীর্ঘ জীবনকাল এবং বহু কাজে ব্যবহৃত হওয়ার প্রশংসা করা হয়েছিল। সঙ্গে প্রায় দুই শতক কাল এর সাধারণ, কম খরচ, বিশ্বাসযোগ্যতা, এবং পরিবেশের জন্য উপযুক্ত যান-বাহনের মাধ্যম হিসাবে সাইকেলের উল্লেখ করা হয়েছিল।সাইকেল ব্যবহারের সুফলের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য মূলতঃ এই দিবস উদযাপন করা হয়

জল বাঁচান—মানুষের জন্য, মানুষের স্বার্থে

অনুভব বেরা

জল সংকট বর্তমানে বিশ্বের মাথ্যাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানীরা হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন মিষ্টি জলের ঠিকঠাক ব্যবস্থাপনা করতে না পারলে আগামী দিনে জল নিয়ে বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালাম চল্লিশ বছর পর বিশ্বে জল সংকট কি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে, তা একটি তথ্যচিত্রে দেখিয়েছেন। জল সংকট নিয়ে বিস্তর লেখালেখি, আলাপ-আলোচনা, সভাসমিতি চলতেই আছে। এসবের মধ্যে আরও একটি ২২ মার্চ উপস্থিত। ২২ মার্চ বিশ্ব জল বিদস। ১৯৯৩ সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘ মানুষকে জলের সদব্যবহার ও সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করার জন্য পালন করে আসছেন। পৃথিবীর মোট জলের পরিমাণের মাত্র ২.৫ শতাংশ পানযোগ্য। এই পানযোগ্য বা মিষ্টিজলের ৬৮.৭ শতাংশ বরফ বা হিমবাহ আকারে হয়েছে। ২.৬৬ শতাংশ নদী-নালা, হ্রদ, পুকুরে আছে। বাকি ২৯.৯ শতাংশ ভূগর্ভে আছে। আমরা ঘর গৃহস্থালি, পানের জন্য এবং কৃষিকাজের জন্য ভূগর্ভের জল বেশি ব্যবহারর করে আসছি। কিন্তু প্রকৃতির এই অমূল্য সম্পদটি সর্বসাধারণের হল্যে দিনে দিনে এর প্রাপ্তিযোগ্যতা কমে যাচ্ছে। কী কারণে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে?

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভূ-পৃষ্ঠের জলপ্রবাহের হার কমে যাওয়া, যথেচ্ছ ও অপরিকল্পিতভাবে ভূগর্ভের জলের উত্তোলন এবং জলের অপচয়জনিত কারণে মিষ্টিজলের ভাণ্ডার আজ বাড়ন্ত। সারা বিশ্বর মতো ভারতে জল সমস্যা উদ্বেগজনক। বেশ কতগুলি সমীক্ষা ও গবেষণা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। নভেম্বর ২০১৭-তে প্রকাশিত পঞ্চম ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প শুনারি (ভারত সরকার)-এর রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে গত ২০০৬-০৭ থেকে ২০১৩-১৪ এই সাত বছরের সময়কালের মধ্যে গোটা দেশে ভূ-পৃষ্ঠের জলপ্রবাহের ওপর নির্ভরশীল ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের সংখ্যা ৬,০১,০০০ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৫,৯২,০০০ -এ । যার প্রভাব মধ্যপ্রদেশ, মহারষ্ট্র সহ বেস কয়েকটি রাজ্যের ৪.৮৯ মিলিয়ন হেক্টর কৃষিযোগ্য জমিতে পনেছে। ভূপৃষ্ঠের জলের পরমিাণ কমা মানে মাটির নীচের জলের ভাণ্ডারের ওপর ক্রমশ নির্ভরতা বাড়বে, তাই ফলে ভারতের মতো পানীয় জলের তীব্র সমস্যায় পড়েছে মরে ইরান আর স্পেন।

জল সংকটের অন্যতম কারণ যে জলের অপচয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারতে এই বিষয়ে গ্রাম গঞ্জ, শহর শহরতলি, মহানগরের মধ্যে তেমন ফারাক নেই। গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে জলের পাম্প দিয়ে অনর্দল জল পড়ছে, শহর, মহানগর বা পুরসভাগুলিতে জলের কল কোলার থাকার ঘটনা আকচার দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে গবেষণা থেকে উঠে এসেছে পাইপলাইন লিকেজের কারণে পাম্পিং স্টেসন থেকে রিশিভিং এন্ডে পৌঁচানোর পথে প্রতিদিন প্রায় এই শহরে মোট জল সরবরাহের ৩০-৩৫ শতাংশ নষ্ট হয়। পরিমাণগতভাবে যা প্রায় ২৭৪ মিলিয়ন লিটার। শুধু কি জল নষ্ট? অর্থ নষ্ট? প্রতিদিন এই শহরে প্রায় ২৭ লক্ষ টাকার পরিযোধিত জল নষ্ট হয়।

জল সংকটের আর একটা কারণ বলতে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা উঁচু উঁচু

ব্যবহারও বাড়বে তা বলাই বাহুল্য। এর ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই মাটির নীচে থাকা জলস্তরে টান পড়বেই। বাস্তবে তা পড়ছে। ২০১৮-তে নাসা ও অন্যান্য দেশের উপগ্রহ চিত্র সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। উপগ্রহ চিত্রে বিশ্বের ৫ লক্ষ বাঁধর হালহকিকত জানা গেছে। তাতে বলা হচ্ছে হু হু করে নেমে যাচ্ছে বাঁধের জমা জল। জলের ব্যবহার ও অপচয় বাড়তে থাকায় মারাত্মক প্রভাব পড়েছে সব জলাধারে। টান পড়ছে মাটিও নীচের জল ভাণ্ডারে। এর জলাধারে লিকেজ, পাইপলাইন লিকেজ হয়ে জল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা দৃষ্টিগোচর অনেকেরই নেই। বছর আড়াই আগে ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডন পেরি-আরবান ওয়াটার জাস্টিস এই বিষয়ের উপর একটি গবেষণা চালিয়েছিল পৃথিবীর তিনটি শহরকে নিয়ে। দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়ার কোচাবাম্বা, আফ্রিকার তানজানিয়ার দার এর সালাম এবং এশিয়ার স্টাডি এরিয়া হিসেবে আমাদের প্রিয় শহর কলকাতা। ওই ফ্ল্যাটবাড়ির দিকে আঙুল তুলেছেন। বড় শহরগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই মাটির তলার জল যথেচ্ছভাবে সরাসরি পাম্পের সাহায্যে তুলে নিযে ব্যবহার করার হচ্ছে। খোদ কলকাতার পুর এলাকাতেই জলের চাহিদার মোট ১০ শতাংশ আসে মাটির নীচের জল থেকে। এর ফলে দিন দিন কলকাতার ভূগর্ভস্থ জলস্তর নামছে। কলকাতার ভূগর্ভের জলস্তর শুধু নামছে না দূষিত হওয়া প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে ইতিমধ্যেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অবহ এনভায়রনমেন্টাল স্টোডিস দেখিয়েছে যে অতিরিক্ত জল তোলার ফলে শহরের মাটির নীচের জলস্তরের প্রায় ৫৫ শতাংশ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নামদন্ড অনুযায়ী উচ্চমাত্রায় আসেনিক আক্রান্ত। তাই শুধু মিষ্টি জল পাওয়া গেলেই যথেষ্ট নয় এ জল পরিশ্রুত, দূষণমুক্ত হওয়া দরকার। রাষ্ট্রসংঘের একটি সমীক্ষা অনুযায়ী বলা হচ্ছে, যে এই দেশের প্রায় ১৭ কোটির ওপর মানুষ বিশুদ্ধ পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। বিশুদ্ধ জল পাওয়া হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার। জন্মগত অধিকারের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু বিশ্বায়নের যুগে জল অজ মুক্ত বাণিজ্যে বাজারে পণ্য। কিন্তু এই মৌলিক অধিকার পণ্য হতে পারে না। পণ্য হয়ে গেলে এক শ্রেণির মানুষের কাছ তা কুক্ষিগত হয়ে যেতে পারে। সমাজে সকল অংশের মানুষ যাতে প্ররিশ্রুতি জল পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। তাই এই বছর জল দিবসের ভাবনা—লিভিং নো ওয়ান বিহান্ডি। যার অর্থ সমাজের শোষিত, বঞ্চিত, দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষ যেন পরিশ্রুতি জলের অধিকার থেকে বঞ্চিত যেন না হন। বাস্তব কিন্তু অন্য কথা বলছে। শহরাঞ্চলে ব্যবহার্য জলের সিংহভাগটাই থাকে ধনী আর অবস্থাপন্ন মানুষের কবজায়, তুলনায় একজন বস্তিবাসী বা ফুটপাতবাসী মানুষের প্রাপ্তির ভাঁড়ার কার্যত নগণ্য বলা যেতে পারে।

মেক্সিকোরপ থার্ড ওয়ার্ল্ড সেন্টার ফর ওয়াটার ম্যানেজমেন্টের সভাপতি এই বিষয়ে তার গবেষণালব্ধ তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, বস্তিবাসী মানুষ যেখানে প্রতিদিন প্রায় গড়ে ৫০ লিটার জল পান করে, সেখানে শহরের দৈনিক জল ব্যবহারের গড় প্রায় ২০০ লিটার। অর্থাৎ একজন গরিব মানুষ থেকে প্রতিদিন প্রায় ১৫০ লিটার জল শহরের অবস্থাপন্ন অংশে কেড়ে নেন। এই বৈষম্য ঘোচাতে হবে। সঙ্গে জল বাঁচাতে আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে ও দলগত কিছু করণীয় আছে— ১) কৃষিক্ষেত্রে জল অপচয় রুখতে হবে।

২) ভূ-পৃষ্ঠের জলের এমন ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভূগর্ভস্থ জলতলের সমতা বজায় থাকে।

৩) জলাভূমি, বন ছোট জলাশয়গুলি সংরক্ষঁ করতে হবে।

৪) বৃষ্টির জল সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করতে হবে।

৫) শহর ও গ্রামে পালি পাইনে জল সরবরাহের সময় জল অপচয় রুখতে হবে।

৬) সর্বোপরি প্রাত্যহিক জীবনে জলের অপচয় রোধে সচেতনতায় জোর দিতে হবে।

জল জীবন ও সভ্যতার স্থপতি। বিশ্ব জল দিসবে আসুন, আমরা জলের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হই। আমাদের শপথ হোক পরিশ্রুতি জলের অধিকার মানবাধিকার একে নিশ্চিত করতে হবে, সঙ্গে জলের অপচয় যতটা কমানো মানুষের জন্য,মানুষের স্বার্থে।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা। ছবি ঃ নিজস্ব

করোনা ড্রাগের বেআইনি স্টকের অভিযোগ গম্ভীর ফাউন্ডেশনের বিরুদ্ধে, দিল্লি হাইকোর্টে বেকায়দায়

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স) : ফাভিপিরাভির কাণ্ডে দিল্লি হাইকোর্টে বেকায়দায় পড়লেন বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর। বৃহস্পতিবার দিল্লি ড্রাগ কন্টোল আদালতকে জানিয়েছে, করোনার ড্রাগ ফাভিপিরাভির সংগ্রহ এবং সংরক্ষণে গম্ভীর ফাউন্ডেশন বেআইনি পথ অবলম্বন করেছে। কোনওরকম অনুমতিপত্র ছাড়াই সেই ড্রাগ স্টক করে সরবারহ করেছে গম্ভীর ফাউন্ডেশন।

এর আগে দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছিল, করোনার ওষুধ, অক্সিজেন, ইঞ্জেকশন রাজনীতিবিদরা স্টক করতে পারবেন না। তারপর দিল্লি ড্রাগ কন্টোলের এই অভিযোগে স্পষ্টতই বেকায়দায় প্রাক্তন এই ক্রিকেটার। শুনানিতে দিল্লি হাইকোর্ট বলেছে, ''গম্ভীরের সংস্থার করোনা ড্রাগ কেনা এবং স্টক করার কোনও বৈধ লাইসেন্স নেই।''

সূত্রের খবর, টিকা তৈরির আগে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অনুমতি চেয়ে ড্রাগ কন্টোলার জেনারেলের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়েছে আদর পুনাওয়াল্লার সংস্থা সেরাম। বর্তমানে রাশিয়ার গামালেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিনটি ভারতে তৈরি করছে ডক্টর রেড্ডিজ ল্যাবরেটরি।

কোভিশিল্ডের পাশাপাশি নোভোভ্যাক্স ভ্যাকসিন উতপাদন করছে পুনের এই সংস্থা। তবে এখনও এই টিকা ব্যবহারেরভ ছাড়পত্র মেলেনি। তবে জুন থেকে প্রতিমাসে ১০ কোটি ভ্যাকসিন প্রস্তুত করার লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে সেরাম। আগামী দিনে কোভিশিল্ডের উতপাদনের লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়বে বলেই জানান হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সূত্রের খবর, আগস্ট থেকে ভারতের বাজারে পাওয়া যাবে রাশিতার ভ্যাকসিন। প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে ৬ ভারতীয় সংস্থা এই ভ্যাকসিন উতপাদন করতে পারবে বলেই জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই রাশিয়া থেকে ভারতে প্রায় ৩০ লক্ষ স্পুটনিক ভ্যাকসিনের ডোজ ভারতে এসেছে।

শিশির-সুনীলকে সরাতে চেয়ে স্পিকার ওম বিড়লাকে ফোন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): এবার শিশির অধিকারী এবং সুনীল মণ্ডলের সাংসদ পদ খারিজ নিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে ফোন করলেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকালে সুদীপ ফোন করেন স্পিকারকে। পরে সুদীপ বলেন, "আমার সঙ্গে স্পিকারের কথা হয়েছে। আমি ওঁকে বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। উনি জানিয়েছেন, অনেক দিন তিনি সংসদে যেতে পারেননি। বৃহস্পতিবার উনি সংসদ ভবনে যাবেন। সেখানে গিয়ে নথিপত্র খতিয়ে দেখবেন।"

তৃণমূলের প্রতীকে নির্বাচিত ওই দুই সাংসদের লোকসভার সদস্যপদ খারিজের দাবি জানিয়ে স্পিকারের কাছে আগেই দরবার করেছেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ। গত ১৯ ডিসেম্বর মেদিনীপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন বর্ধমান পূর্বের সাংসদ সুনীল। তার পরে বিধানসভা ভোটের প্রচারে ২১ মার্চ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরায় এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই সভায় হাজির হয়ে তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছিলেন কাঁথির তৃণমূল সাংসদ শিশির। দলত্যাগ বিরোধী আইনে সুনীলের সাসংদ পদ খারিজের দাবিতে গত ৪ জানুয়ারি স্পিকারকে প্রথম চিঠি দিয়েছিলেন সুদীপ। তার পর ২ মে ভোটপর্ব মিটে যেতে গত ১২ মে আবার সুনীলের সাংসদ পদ খারিজের দাবিতে লোকসভার স্পিকারকে চিঠি দেন সুদীপ। একই ভাবে দলত্যাগ-বিরোধী আইনেই শিশিরেরও সাংসদপদ খারিজের দাবিতে ১৭ স্পিকারকে চিঠি দেন সুদীপ। কিন্তু ওই দুই বিষয়েই লোকসভার সচিবালয়ের তরফে কোনও উচ্চবাচ্য এখনও না হওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালে স্পিকারকে ফোন করে শিশির-সুনীলকে অপসারণের দাবি জানান সুদীপ।

মেহুলের জামিন-আর্জি খারিজ, উচ্চ আদালতে যাবেন বিজয় আগরওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): ডমিনিকায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশ মামলায় মেহুল চোক্সীর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল ডমিনিকার মেজিস্ট্রেট আদালত। মেহুলের জামিন-আর্জি খারিজ হওয়ার পরই তাঁর আইনজীবী বিজয় আগরওয়াল জানিয়েছেন, 'উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হব।' এদিকে, পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (পিনএনবি) প্রতারণা মামলয় অভিযুক্ত মেহুল চোক্সীকে ভারতে পাঠানো হোক, আদালতে এমনটাই জানালেন ডমিনিকার সরকারি আইনজীবী। মেহুলের আবেদন না শোনার আর্জিও করা হয়। পুলিশের হেফাজতে থাকলেও আপাতত হাসপাতালে আছেন মেহুল। তাঁর আইনজীবীর অভিযোগ, মেহুলকে অ্যান্টিগা থেকে অপরহণ করে ডমিনিকায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ডমিনিকার প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হয়েছে, মেহুল অন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। মেহুলের আইনজীবীর দাবি, ডমিনিকায় বেআইনি অনুপ্রবেশের যে ধারায় মেহুলকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাতে গ্রেফতারির ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে আদালতে পেশ করার কথা যা করা হয়নি। মেহুলের জামিনের আবেদন জানিয়ে মেজিস্ট্রেট আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তাঁর আইনজীবী। কিন্তু, সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছে আদালত।

প্রয়াত রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তা গৌতম চৌধুরী, সংক্রমিত ছিলেন কোভিডে

কলকাতা, ৩ জুন (হি.স.): প্রয়াত হলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্তা গৌতম চৌধুরী। করোনা-আক্রান্ত ছিলেন তিনি। এপ্রিলে করোনার উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। সম্প্রতি শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ভর্তি করা হয় মেডিকা হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার গভীর রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। গত এপ্রিল মাসে করোনা-আক্রান্ত হন এই কর্তা। সংক্রমিত হন তাঁর স্ত্রীও। দু"জনই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিতসাধীন ছিলেন। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে মেডিকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ গৌতম চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ জানিয়ে দেয়।অন্যান্য রাজ্য থেকে ভ্যাকসিন নিয়ে আসা ও বণ্টনের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। রাজ্য সরকারের নিখরচায় অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবার দায়িত্বেও ছিলেন গৌতমবাবু। ১০২টি অ্যাম্বুলেন্সের দায়িত্বে ছিলেন এই শিশু স্বাস্থ্য আধিকারিক। করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় দুই ঢেউয়েই তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সামনে থেকে। কেন্দ্রের পাঠানো টিকা বিমানবন্দর থেকে আনা, বাগবাজারের সেন্ট্রাল হেলথ স্টোরে তা নিয়ে যাওয়া, সেখান থেকে গোটা রাজ্যের সর্বত্র তা কী ভাবে পৌঁছবে সবটাই দেখতেন তিনি। গৌতম চৌধুরীর প্রয়াণে শোকের আবহ স্বাস্থ্য মহলে।

ফোন এল প্রধানমন্ত্রীর, মুকুলের স্ত্রী-র শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন মোদী

কলকাতা, ৩ জুন (হি.স.): করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি এবং বিধায়ক মুকুল রায়ের স্ত্রী কৃষ্ণা রায়। কৃষ্ণা রায় গত ১১ মে থেকেই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শারীরিক বেশ কিছু জটিলতাও রয়েছে তাঁর। ফোন করে অসুস্থ কৃষ্ণা রায়ের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ কৃষ্ণাদেবীর শারীরিক অবস্থার খবর নিতে ফোন আসে প্রধানমন্ত্রীর। মুকুলকে ফোন করে তাঁর স্ত্রীর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানেন প্রধানমন্ত্রী। মুকুলের সঙ্গে তাঁর বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়।

বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কৃষ্ণাদেবী। করোনা-মুক্ত হলেও শারীরিক বেশ কিছু জটিলতার জন্য একমো সাপোর্টে রাখা হয়েছে তাঁকে। বুধবারই সন্ধ্যায় কৃষ্ণাদেবীকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রাতেই হাসপাতালে গিয়ে কৃষ্ণাদেবীর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। এবার মুলুক জায়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে ফোন করলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী।

ভয় বাড়াচ্ছে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ, ফের লকডাউন মালয়েশিয়ায়

কুয়ালা লামপুর, ৩ জুন (হি.স.): কোভিড-১৯ মহামারীর তৃতীয় ঢেউ ভয় বাড়াচ্ছে মালয়েশিয়ায়। ফের দেশব্যাপী লকডাউন লাগু হল মালয়েশিয়ায়। এই নিয়ে তৃতীয়বার। লকডাউনের প্রথম দফায় ১ থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত শুধুমাত্র জরুরি পরিষেবাকেই ছাড় দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে সুপার মার্কেট এবং মেডিক্যাল ক্লিনিক। লকডাউন লাগু হতেই জনশুন্য হয়ে পড়েছে মালয়েশিয়ার রাস্তা, শপিং মল বন্ধ।

মালয়েশিয়ায় বিগত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ১২৬ জনের এবং নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭,৭০৩ জন। কোভিডের তৃতীয় ঢেউকে রুখতেই লকডাউন লাগু হয়েছে মালয়েশিয়ায়। মালয়েশিয়ায় এযাবৎ মোট করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৫,৮৭,১৬৫ জন, মৃত্যু হয়েছে ২,৯৯৩ জনের এবং করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৫,০১,৮৯৮ জন।

পশ্চিম দিল্লিতে জুতোর ফ্যাক্টরিতে বিধ্বংসী আগুন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির শঙ্কা

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার ভয়াবহ আগুন লাগল পশ্চিম দিল্লির মাদিপুর এলাকায় অবস্থিত একটি জুতো তৈরির ফ্যাক্টরিতে। বৃহস্পতিবার দুপুরে মাদিপুর এলাকায় অবস্থিত আবাসিক ও বাণিজ্যিক চার-তলা বহুতলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত জুতো তৈরির ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগে, মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে একতলার গোডাউনে। দুপুর ১২.৪২ মিনিট নাগাদ অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ২৪টি ইঞ্জিন। ততক্ষনে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, গোটা বিল্ডিং ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, আবাসিক ও বাণিজ্যিক চার-তলা বহুতলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত জুতো তৈরির ফ্যাক্টরিতে প্রথম আগুন লাগে, তারপর আগুন ছড়িয়ে পড়ে একতলার গোডাউনে। ওই বহুতলের তৃতীয় তলায় আবাসিকরা থাকেন এবং চারতলায় টিনের শেড রয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আগুন এখনও নেভানো সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যেই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

স্পুটনিক ভি তৈরি করতে চাইছে সিরাম, ডিসিজিআই-এর কাছে চাইল অনুমতি

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): রাশিয়ার কোভিড-১৯ টিকা স্পুটনিক ভি ভ্যাকসিন ভারতে তৈরি করতে চাইছে সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। তাই ড্রাগ কন্টোলার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই)-র অনুমতি চাইল সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার সূত্র মারফত এমনটাই জানা গিয়েছে। এই মুহূর্তে ভারতে ডক্টর রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিতে তৈরি হচ্ছে রাশিয়ার স্পুটনিক ভি টিকা। সূত্রের খবর, সেই টিকা তৈরির আগে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের অনুমতি চেয়েছে সিরাম। বুধবার ডিসিজিআই-এর কাছে সিরাম আবেদনপত্র পাঠিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

ভারতে এই মুহূর্তে টিকার বেশ অভাব রয়েছে। যদিও, সিরামের সিইও আদার পুনাওয়ালা আশ্বস্ত করেছেন, জুন মাসে ১০ কোটি কোভিশিল্ড টিকা তৈরি করতে পারবে সিরাম। আগামী দিনে কোভিশিল্ডের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা আরও বাড়বে বলেই জানিয়েছে সিরাম। তার মধ্যেই এ বার স্পুটনিক ভি টিকা তৈরির আবেদন করল সিরাম ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া। এখন দেখা যাক ডিসিজিআই অনুমতি দেয় কি না।

মহারাষ্ট্রে শুরু হয়ে গেল আনলক পর্ব

মুম্বই, ৩ জুন (হি.স) : করোনার দ্বিতীয় ঢেউ সামলে এবার আনলক পর্ব শুরু হচ্ছে মহারাষ্ট্রে। বৃহস্পতিবার পাঁচ স্তরের আনলক শুরু করার কথা ঘোষণা করেছে মহারাষ্ট্র সরকার। রাজ্যের কোভিড গ্রাফ এখন নিম্নমুখী। অনেকটাই কমেছে করোনা সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও। সবদিক বিচার করেই তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গোটা মহারাষ্ট্রের ৩৬ জেলাকে সংক্রমণের নিরিখে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম স্তরের জেলাতে, যেখানে সংক্রমণ সবচেয়ে কম আছে সেখানে একেবারেই উঠে যাচ্ছে লকডাউন। এই স্তরে রয়েছে মোট ১৮ জেলা। এই সমস্ত জেলায় করোনার পজিটিভিটি হার ৫ শতাংশের কম। আর অক্সিজেন বেডের চাহিদাও কমে এসেছে ২৫ শতাংশের নীচে। এরপর সংক্রমণের তীব্রতার নিরিখে বাকি জেলাগুলিকেও স্তরীভূত করা হয়েছে। বাণিজ্য নগরী মুম্বই রয়েছে দ্বিতীয় স্তরে। পুরোপুরি লকডাউন না উঠলেও বিধিনিষেধের কড়াকড়ি হালকা হচ্ছে সেখানে। স্তরভিত্তিক বাকি জেলাগুলিতেও ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা হবে সরকারি বিধিনিষেধ। আগামীদিনে সংক্রমণ আর না বাড়লে গোটা রাজ্যেই লকডাউন তুলে নেবে মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা সরকার।

রাজ্য পুলিশের ডিজি নিয়োগ নিয়ে রিপোর্ট তলব রাজ্যপালের

কলকাতা, ৩ জুন (হি. স.): রাজ্যের ডিজিপি নিয়োগ নিয়ে এবার রিপোর্ট তলব করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। জানতে চাইলেন কোন পদ্ধতি মেনে ডিজিপি নিয়োগ করা হয়েছে? মুখ্যমন্ত্রীকে ট্যাগ করা টুইটে সরব হলেন জগদীপ ধনকর। রাজ্য পুলিশের ডিজি পদে বীরেন্দ্রর পুনর্বহাল নিয়ে এ বার টুইটারে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করলেন রাজ্যপাল। লিখলেন, 'ভারপ্রাপ্ত কাউকে ডিজি পদে বসানো উচিত নয়। এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা উচিত রাজ্য সরকারের'। টুইটে ধনকর লেখেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উচিত ভারপ্রাপ্ত কাউকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ না করে ইউপিএসসি প্যানেলের মধ্যে থেকে ১ জনকে ডিজিপি পদে নিয়োগ করা। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা উচিত রাজ্য সরকারের। ২০১৯ সালের ৬ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আবেদন নাকচ করেছিল সুপ্রিম কোর্ট'।

বৃহস্পতিবার রাজ্য পুলিশের ডিজি নিয়োগ নিয়ে টুইটে সরব হন রাজ্যপাল। সুপ্রিম কোর্টের একটি আদেশের উল্লেখ করে টুইটের পর সেটি যুক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সেখানে রাজ্যপাল দাবি করেন, ইউপিএসসি-র প্যানেল থেকে কাউকে ডিজি নিয়োগ করা উচিত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্য পুলিশের ডিজি নিয়োগ করা উচিত। অস্থায়ী বা ভারপ্রাপ্ত কাউকে ডিজি নিয়োগ উচিত নয়।

প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যের ডিজি বদলে দিয়েছিল কমিশন। সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বীরেন্দ্রকে। তবে নির্বাচন মিটতে ফের বীরেন্দ্রকেই রাজ্য পুলিশের ডিজি হিসেবে নিয়োগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই রাজ্যের ডিজি নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজ্যপাল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ৬ লাখ ৩ হাজার কোটি টাকার বাজেট উপস্থাপন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৩।। চলমান করোনাভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলা ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধারকে গুরুত্ব দিয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকার বাজেট পেশ করেছেন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে বিশাল ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও নানা ধরনের প্রত্যাশা দেখেছেন অর্থমন্ত্রী। এমনকি করোনা সংকট কেটে গিয়ে দেশে অর্থনীতি আবারও ঘুরে দাঁড়াবে স্বমহিমায়। বর্তমান পরিস্থিতি বেশি দিন থাকবে না। দেশ স্বাভাবিক হলে আবারও বাংলাদেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশাবাদী তিনি।

করোনা সংকটে জীবন-জীবিকায় প্রাধান্য দিয়ে সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ শিরোনামে বৃহস্পতিবার (০৩ জুন) বেলা ৩টায় জাতীয় সংসদে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের টানা তৃতীয় মেয়াদের তৃতীয় বাজেট এটি। এবারের বাজেট মোট জিডিপির ১৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ। আর চলতি সংশোধিত বাজেটের তুলনায় নতুন বাজেটের আকার বাড়ছে ৬৪ হাজার ৬৯৮ কোটি টাকা। এটি হবে স্বাধীন বাংলাদেশের ৫০তম বাজেট এবং বর্তমান সরকারের টানা তৃতীয় মেয়াদের তৃতীয় বাজেট ও বর্তমান অর্থমন্ত্রীর তৃতীয় বাজেট।

বাজেটে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা। বাজেটে সরকারের মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ লাখ ৩ হাজার ৬৮১ কোটি টাকা। চলতি বাজেটে যা ছিল ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকা। আগামী বাজেটে সরকারের পরিচালন ব্যয় বা অনুন্নয়ন ধরা হচ্ছে ৩ লাখ ৬১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। করোনা মহামারির ফলে সরকারের পরিচালন ব্যয় বেড়েছে। চলতি বছরের বাজেটে পরিচালন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩ লাখ ৪৮ হাজার ১৮০ কোটি টাকা। সে তুলনায় আসছে বছরে পরিচালন ব্যয় বাড়বে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা। আর আবর্তক ব্যয় ধরা হচ্ছে ৩ লাখ ২৮ হাজার ৮৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণের সুদ বাবদ ব্যয় ধরা হচ্ছে ৬২ হাজার কোটি টাকা। আর বিদেশি ঋণের সুদ ব্যয় ধরা হচ্ছে ছয় হাজার ৫৮৯ কোটি টাকা।

বাজেটে ২ লাখ ২৫ হাজার ৩২৪ কোটি ৯ লাখ টাকার ব্যয় সম্বলিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত। এ খাতে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে ৬১ হাজার ৬৩১ কোটি ৪১ লাখ টাকা। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাচ্ছে বিদ্যুৎ খাত। অর্থমন্ত্রী বলেন, আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরের এডিপির সর্বোচ্চ বরাদ্দ পাচ্ছে পরিবহন ও যোগাযোগ খাত। এ খাতে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে ৬১ হাজার ৬৩১ কোটি টাকা, যা মোট এডিপির ২৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ। এরপরেই বিদ্যুৎখাতে গুরুত্ব দিয়ে ৪৫ হাজার ৮৬৭ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এরপর গৃহায়ণ খাতে ২৩ হাজার ৪২১ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। নতুন এডিপিতে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে চতুর্থ স্থানে শিক্ষা খাতে ২৩ হাজার ৩২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। যা মোট এডিপির ১০ দশমিক ৪০ শতাংশ।

আগামী বাজেটে ব্যয়ের বিপরীতে মোট আয় ধরা হচ্ছে ৩ লাখ ৮৯ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছর মোট আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা আছে ৩ লাখ ৭৮ হাজার কোটি টাকা। সেই হিসাবে আয় বাড়ছে ১১ হাজার কোটি টাকা। মোট আয়ের মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে (এনবিআর) ৩ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হচ্ছে। চলতি অর্থবছরেও এনবিআরকে একই পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া রয়েছে। বাজেটে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ৭ দশমিক ২ শতাংশ। চলতি বাজেটে প্রবৃদ্ধির এই হার ধরা হয় ৮ দশমিক ২ শতাংশ। আগামী অর্থবছরের মোট জিডিপির আকার ধরা হচ্ছে ৩৪ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এদিকে করোনার কারণে মানুষের আয় কমে গেছে। ফলে মানুষের হাতে টাকার সরবরাহও কমেছে। যার যার ফলে মূল্যস্ফীতির চাপ সহনীয়ই থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আসছে বছরে মূল্যস্ফীতি ৫ দশমিক ৩ শতাংশের মধ্যে ধরে রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলো সাধারণত ঘাটতি বাজেট দিয়ে থাকে। বাংলাদেশও প্রতি অর্থবছর ঘাটতি বাজেট দেয়। করোনা ভাইরাসের কারণে এই ঘাটতি এবার সব সীমা অতিক্রম করছে। আগামী বাজেটে ঘাটতি ধরা হচ্ছে ৬ দশমিক ২ শতাংশ। চলতি বাজেটে তা ৬ দশমিক ১ শতাংশ।

এবারের বাজেটে কিছু পণ্যের ভ্যাট, আমদানি শুল্ক, আগাম কর অথবা সম্পূরক শুল্কে ছাড় দেওয়া হয়েছে। ফলে কোভিড-১৯ টেস্ট কিট, পিপিই এবং ভ্যাকসিন, তাজা ফল, মুড়ি, ক্রোকারিজ সামগ্রী, হাইব্রিড গাড়ি এসব পণ্যের দাম কমতে পারে। প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন ইউডার (নিড়ানি) ও উইনোয়ারের (ঝাড়াইকল) উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ের ভ্যাট অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে থ্রেসার মেশিন, পাওয়ার রিপার, পাওয়ার টিলার, অপারেটেড সিডার, কম্বাইন হারভেস্টর, রোটারি টিলার, নিড়ানি ও ঝাড়াইকলের আমদানি পর্যায়ের আগাম কর অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ফলে এসব পণ্যের দাম কমতে পারে।

২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে শুল্ক-কর বাড়ানোর ফলে এসব পণ্যের বাড়তে পারে। দেশে মোবাইল ফোন উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে আমদানিকৃত মোবাইলের ওপর শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ করা হয়েছে। তবে যেসব ফোন দেশে উৎপাদন হয় না, সেসবের দাম বাড়তে পারে। এ তালিকায় আইফোন ও স্যামসাংয়ের প্রিমিয়াম ফোন রয়েছে। এছাড়া মদ-বিয়ার, সুগন্ধি সিগারেট, থিম পার্কের রাইড, বিদেশি সবজি, প্রক্রিয়াজাত মাংস, গাড়ির সুরক্ষা কাঁচ, টয়লেটের কমোডের দাম বাড়বে।

এবারও করোনা মোকাবিলায় ১০ হাজার কোটি টাকার তহবিল থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বাজেটে ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস আসবে ১ লাখ ১ হাজার ২২৮ কোটি টাকা এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ১ লাখ ১৩ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা। অভ্যন্তরীণ উৎস ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সংগৃহীত হবে ৭৬ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য ব্যাংক-বহির্ভূত খাত থেকে আসবে ৩৭ হাজার ১ কোটি টাকা। বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭১ হাজার ৯৫১ কোটি টাকা। ভ্যাট ফাঁকি, ব্যর্থতা বা অনিয়মের ক্ষেত্রে আরোপিত জরিমানার পরিমাণ জড়িত রাজস্বের 'দ্বিগুণের' পরিবর্তে 'সমপরিমাণ' করার প্রস্তাব করেছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। পাশাপাশি বকেয়া ভ্যাটের ওপর মাসিক সুদের হার '২ শতাংশের পরিবর্তে ১ শতাংশ' করার প্রস্তাব করেছেন। এ ক্ষেত্রে বার্ষিক সুদের হার ২৪ শতাংশের পরিবর্তে ১২ শতাংশ নির্ধারিত হবে।

২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের ওপর ১৫ শতাংশ কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে দেশের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ মেগা প্রকল্পকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটে একক প্রকল্পে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে। এ প্রকল্পে ১৮ হাজার ৪২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ থাকছে বাজেটে। ঢাকা ম্যাস র্যা পিড ট্রানজিট ডেভলপমেন্ট প্রজেক্টে (মেট্রোরেল) ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া মাতারবাড়ি ১২শ' মেগাওয়াট আলট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্পে ৬ হাজার ১৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৫ হাজার ৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। পদ্মাসেতু রেল লিংক প্রকল্পে ৩ হাজার ৮২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এক্সপানশন অ্যান্ড স্ট্রেনদেনিং অব পাওয়ার সিস্টেম নেটওয়ার্ক আন্ডার ডিপিডিসি এরিয়া প্রকল্পে ৩ হাজার ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকছে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্পে বরাদ্দ থাকছে ২ হাজার ৮২৭ কোটি টাকা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ প্রকল্পে ৩ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পে ৩ হাজার ২২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে কি গর্ভের শিশুর কোনো ক্ষতি হয়?

সেতা প্রথমবারের মতো মা হচ্ছেন তার এই সময়টা নিয়ে আগ্রহ আর জিজ্ঞাসার শেষ নেই। সেতার মতো অনেকেই প্রশ্ন করেন, গর্ভাবস্থায় আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে কি গর্ভের শিশুর কোনো ক্ষতি হয়, কতবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করা নিরাপদ? উত্তরে ইবনে সিনা হাসপাতালের গাইনি বিশেষজ্ঞ জেসমিন আক্তার বলেন, প্রথমেই জেনে রাখা ভালো, আল্ট্রাসনোগ্রাম গর্ভের শিসুর কোনো ধরনের ক্ষতি করে না। অনেকেই মনে করেন, আল্ট্রাসনোগ্রাম থেকে কোনো তেজস্ক্রিয় রশ্মি শিশুর ক্ষতি করে। কিন্তু আসলে এটা এক্সরে নয়। আল্ট্রাসনোগ্রাম হচ্ছে অতি উচ্চ কম্পন সম্পন্ন শব্দ তরঙ্গ, যা সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার বাইরে। তিনি বলেন, একজন মহিলা সঠিকভাবে গগর্ভাবস্থায় প্রতিটি ধাপ পার করছেন কিনা, গর্ভের শিশু সুস্থ আছে কিনা, এসব কিছুই জানান সম্ভব আল্ট্রাসনোগ্রাম করার মাধ্যম। এক্ষেত্রে যদি গর্বের শিশু বা মায়ের কোনো বড় ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয় তাও বোঝা সম্ভব আর সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও নেয়া যায়।

কতবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করা হয় যায় জানতে চাইলে জেসমিন আক্তার বলেন, যেহেতু এর ক্ষতিকারক দিক নেই তাই যতবার ইচ্ছা ততবারই করা যায়। এটা নিয়ে চিন্তারকিছু নেই। তবে এই পরীক্ষা কিছুটা ব য়য়ববহুল অনেকের জন্য। এছাড়া মা এবং শিশুর স ব সিমটম যদি স্বাভাবিক থাকে তবে দুই থেকে তিনবারের বেশি আল্ট্রাসনোগ্রাম করার প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে গর্ভের সময়কাল ও প্রসবের সঠিক সময় বের করার জন্য সন্তান ধারণের ৭-৮ সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবার আল্ট্রাসনোগ্রাম করার হয়। ১৬ থেকে ২০ সপ্তাহের মদ্যে দ্বিতীয়বার করা হয়। এ সময় আল্ট্রাসনোগ্রাম করলে বাচ্চার জন্মগত কোনো ত্রুটি আছে কিনা তা জানা যায়। গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে এটাও জানা যায়। বাচ্চার ওজন বাড়ছে কিনা জানতে তৃতীয়বার ৩০-৩৮ সপ্তাহ আলট্রাসনোগ্রাম করার পরামর্শ দেয়া হয়। জন্মের সময় বাচ্চার পজিশনসহ অন্য বিষয়গুলো সব ঠিকভাবে অছে কিনা জানা যায়। হাসপাতালে ভেদে আলট্রাসনোগ্রাম করতে সাদা কালো ৫০০ থেকে ১০০০ এবং কালার করতে ১০০০ থেকে ২৫০০ টাকা খরচ হয়। গর্ভাবস্থায় একজন মহিলার সব স ময় পরিবার, কর্মক্ষেত্র সহ সবার সব ধরনের সহযোগিতা, পাশে থাকা, ভালাবাসা ও যত্ন নেয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি মহিলার জীবনে পূর্ণতা আসে মাতৃত্বে। আতঙ্কিত না হয়েগর্ভাবস্থায় পুরো সময়টাউপভোগ করুন। অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলুন।

স্বাস্থ্য রক্ষায় উচ্চ ক্যালিরযুক্ত চারটি পানীয় যা অবশ্যই এড়িয়ে চলা উচিত

প্রতিদিনই ড্রিংকস খাওয়া দেহের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এই গরমে ক্ষতিকর উপাদানটি প্রায়ই খাওয়া হয়ে থাকে। সাধারণত ড্রিংকসগুলোতে ক্যালরির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে যেগুলোতে আমদের শরীরের স্থূলতা বাড়াতে সহায়তা করে থাকে। আসুন জেনে নিই এমন চারটি উচ্চ ক্যালরিযুক্ত ড্রিংকসগুলো এর কথা যা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ফ্রুট স্মুথি— ফলের জুসে স্বাভাবিকভাবেই অনেক পুষ্টিকর উপাদান আছে কিন্তু ফ্রুট স্মুথিতে থাকে। এতে মোটামুটিভাবে ৪৫০ গ্রাম ক্যালরি, ২৪ গগ্রাম ফ্যাট থাকে যা শরীরের জন্য আসলেই ক্ষতিকর। তাই যতটা সম্ভব এই ফ্রুট স্মুথি ড্রিংকস থেকে দুরে থাকুন শরীর সুস্থ রাখুন। স্পেশাল কফি ড্রিংকস --- সকাল সকাল কফি খেলে এর ক্যাফেইন শরীরে ক্যালরি উৎপাদন করতে থাকে। এচাড়া স্টেুবেন্টুগুলোতে করা স্পেশাল কফি ড্রিংকসগুলোতে ৫০০-৬০০ গ্রাম ক্যালরি এবং ২০-২৫ গ্রাম ফ্যাট থাকে যেগুলো আমাদের শরীরের ক্ষতিসাধন করে থাকে। তাই এই ড্রিংকসটি খাওয়া থেকেও বিরত থাকুন। ককটেল ড্রিংকস--- সাধারণত বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা এই ককটেল ড্রিংকসটি খেয়ে থাকে। এই পানীয়টিতে কয়েকটি ড্রিংকস একই সাথে মেশানো তাকে। এতে ফ্যাটের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এতে ৭০০ গ্রামের মত ক্যালরি থাকে। শরীর সুস্থ রাখতে এই ক কটেল ড্রিংকস খাওয়া থেকেও বিরত থাকা উচিত। এনার্জি ড্রিংকস— বাজারে পাওয়া বিভিন্ন ধরনের এনার্জি ড্রিংকসগুলোতে শরীরের জন্য বেশ ক্ষতিকারক। কেননা এগুলোতে ২৮০ পরিমাণ ক্যালরি, ৬২ গ্রাম ফ্যাট এবং প্রচুর পরিমামে সোডা থাকে এই এনার্জি ড্রিংকসগুলো খাওয়া থেকেও বিরত থাকা ুচিত কেননা এগুলো খেলে লিভার আক্রান্ত থেকে শুরু করে হার্টের সমস্যাও হতে পারে।

ক্যান্সার রোধ গ্রিন টিন

গ্রিন টি সবুজ চায়ের উপকারিতা অনেক। পানীয়টি মানুষের মুখের ক্যান্সার ঠেকাতে ভূমিকা রাখে। ক্যান্সারের জন্য দায়ী কোষ জন্মাতে দেয় গ্রিন টি। পাশাপাশি উপকারি কোষকে উজ্জীবিত করে। যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এক প্রতিবেদনে জানান এ তথ্য। ক্যান্সার প্রতিরোধে এর আগেও একাধিক প্রতিবেদনে জানা গেছে গ্রিন টির গুণের বিষয়ে। মুখ গহ্বরের ক্যান্সার রোধে বিশেষ ধরনের এ চায়ের গুণ নিয়ে গবেষণা প্রতিবেদনটি সম্প্রতি প্রকাশ হয়। ক্যান্সার প্রতিরোধে গ্রিন টি কার্যকারিতার তথ্য প্রথম জানা যায় ২০০২ সালের এক প্রতিবেদনে। তবে পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় আরো সুস্পষ্ট তথ্য উঠে এসেছে। গবেষকরা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য, গবেষণাগারে ক্যান্সারে আক্রান্ত মুখের কোষ ও সুস্থ কোষ জমা করেন। এর পর এগুলোকে ইজিসিজি নামে এক শ্রেণীর যৌগের সংস্পর্শে আনেন। যৌগটি গ্রিন টিতেও বিদ্যমান। গবেষণা প্রতিবেদনের প্রবন্ধকার জশুয়া জানান, যৌগটি স্বাভাবিক কোষকেও সতেজ করে। অবশ্য এখনই নিশ্চিত করে বলা যায় না, ক্যান্সার প্রতিরোদে কাজে আসবে গ্রিন টি। কেননা খুব বেশি রোগীর তথ্য নিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা চালানো সম্ভব হয়নি। তবে গ্রিন টির যৌগটি কাজে আসবে বলে আশাবাদী হওয়া যায়। তিনি বলেন, যদি ভবিষ্যতে যৌগটি মানবদেহে প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়, তবে মুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। আক্রান্ত হন ৪৩ হাজারের বেশি। বিশ্বজুড়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা এখনো কেমোথেরাপি, সার্জারি ও রেডিয়েশনের মধ্যে সীমিত। কেমোথেরাপির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মাথার চুল পড়ে যাওয়া সহ অন্য জটিলতায় পড়েন রোগী। কিন্তু গ্রিন টি পান করলে অন্তত তেমন জটিলতায় ভুগতে হয় না রোগীদের। প্রসঙ্গত, বিশেষ প্রজাতির চা গাছের পাতা প্রক্রিয়াজাত করে গ্রিন টি প্রস্তুত করা হয়।

সফল ও সুস্থ যৌন জীবনের জন্য যে ব্যাপারগুলো জেনে রাখা খুব জরুরি

আমাদের সমাজে আমরা যৌনতা নিয়ে কথা বলি না, উপযুক্ত যৌন শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারেও আমরা আগ্রহী নই। পলে জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যে অধ্যায়, সেটি নিয়ে বেশিরভাগ জিনিসই রয়ে যায় আমাদের ধারণার বাইরে। অনেকেই এই তীব্র কৌতূহল মেটাবার জন্য আশ্রয় নিয়ে থাকেন পর্ণগ্রাফি বা চটি লেখার। ফলে তাদের ভ্রান্ত ধারণা তাদের বেড়ে যায় আরো অনেক বেশি। যৌনতা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা একজন ম ানুষের স্বাভাবিক যৌন জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলে। বিষয়টি মোটেও অবহেলা করার মতন কিছু নয়, কেননা যৌন জীবন বিপর্যস্ত হলে দাম্পত্য সম্পর্কেও তৈরি হ তে পরে নানান সমস্যা। তাই সুন্দর দাম্পত্যের সুস্থ জীবনটাও অত্যাবশক। জেনে নিন এমন দশটি বিষয়, যেগুলো সুস্থ, ুসন্দর ও সফল যৌন জীবনের জন্য মনে রাখা জরুরি। যৌনতা কেবল শরীরি প্রেম নয়। সুন্দর ও আনন্দময় যৌন সম্পর্কের জন্য মনসিক ভ ালোবাসার বন্ধন অটুট হওয়া বাঞ্চনীয়। এবং কেবল সেভাবেই সফল হতে পাত্রে আপনার যৌন জীবন। মনে রাখবেনত, সৌন্দর্য দেহে নয় সৌন্দর্য মানুষের দৃষ্টিতে। একেকটা মানুষের শরীরে একে রকম। প্রত্যেকেই তার নিজের মত করে সুন্দর। প্রিয়জনের মাঝে তার সে বিশেষ সৌন্দর্যকে দেখার চেষ্টা করুন। আপনার নিজের শরীরে যেমন নানা ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, তার শরীরেও আছে। এই ব্যাপারটিকে সহজভাবে গ্রহণ করুন।

যৌনতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও সঠিক ধারণা থাকা একান্ত জরংরি। এক্ষেত্রে নানান রকম বৈজ্ঞানিক বইপত্র ও প্রবন্ধের সাহায্য নিতে পারেন। নিজে শিক্ষিত হোন, সঙ্গীকেও করে তুলুন। বন্ধুদের সাথে যৌন জীবনে নিয়ে আলাপ আলোচনা হতেই পারে। কিন্তু কখনো তাদের সাথে নিজের ৃন্ড্রেযৌন জীবনকে তুলনা করবেন না। কিংবা তাদের সঙ্গীর সাথে নিজের সঙ্গীকেও নয়। সফল যৌন জীবনের সাথে শারীরিক ভাবে সুস্থ ও ফিট থাকার একটা সম্পর্ক আছে। চেষ্টা করংন নিজেকে নীরোগ ও ঝরঝরে রাখতে। একটা কথা মনে প্রাণে গেঁথে নিন যে পর্ণগ্রাফি বা ব্লু ফিল্মে যা দেখানো হয় তার পুরোটাই অভিনয়। এসবে বাস্তবতার পরিমাণ খুবই অল্প। এত অল্প যে এগুলো নিজের বাস্তব জীবনে চেষ্টা ক রা অনেক ক্ষেত্রেই অসুস্থতায় পর্যায়ে বড় এবং সঙ্গীও বিমুখ হয়ে পড়তে পারেন আপনার প্রতি। তাই পর্ণগ্রাফির ছায়া থেকে মুকরাখুন নিজের যৌন জীবনকে। প্রতিটি মানুষের যৌন চাহিদা বা যৌন ইচ্ছা কোনোক্রমেই একরকম হবে না। মহিলা ওপুরুষের কাছে ও যৌনতার অর্থ ভিন্ন র কম, চাহিদাও আলাদা আলাদা। তাই নিজের সঙ্গীকে বুঝতে চেষ্টা করুন। তার চাহিদা বুঝুন, তাকে নিজের চাহিদা বুঝেন।দুজনে সমঝোতার মাধ্যমে গড়ে তুলুন সুন্দর যৌন জীবন পেতে অবশ্যই এক সময়ে একজন সঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকুন। একাধিক সঙ্গী আপনাকে মূলত কারো সাথেই সুখী হতে দেবে না। শারীরিক সুখ হয়ত আসবে, মানসিক প্রশান্তি নয়। মিষ্টি স্পর্শ, ছোট্ট আদর, প্রশংসা মূলক কথা, পরস্পরের নিঃশ্বাসের একান্তে থাকা ইত্যাদি যৌনতার মতই গুরুত্বপূর্ণ। আর এগুলোর বহিঃ প্রকাশের ওপরেই নির্ভর করে সফল যৌন জীবন। কেবল নিজের তৃপ্তি নয়, স ঙ্গী মানসিক ও শারীরিকভাবে তৃপ্ত হচ্ছেন কিনা সেটাও অতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখুন।

যে খাবারগুলো বাড়িয়ে দেবে আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা

আমরা অনেকেই অনেক কিছু ব্যবহার করে থাকি ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে। কত রকমের ক্রিম, ফেসপ্যাক, ফেসিয়াল ইত্যাদি অনেক কিছু ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু যত যাই ব্যবহার করি না কেন ত্বকে তা হয়ত অল্প কিছু সময়ের জন্য উজ্জ্বলতা নিয়ে আসে তারপর বিরক্ত হয়ে যখন আপনি আবার সব রূপচর্চা করা বন্ধ করে দিবেন তখন ত্বক আবার আগের মতই হয়ে যাবে। তাই দেহ ও ত্বক সুন্দর এবং ভালো রাখতে অবশ্যই আমাদের নিজের লাইফস্টাইল ও খাওয়া দাওয়াতে পরিবর্তন আনতে হবে। বিভিন্ন কেমিক্যাল যুক্ত দ্রব্য ত্বকে ব্যবহার না করে বরং স্বাস্থ্য কর কিছু খাবার নিয়ম করে খেলে দেহ ও ত্বক উভয়ই ভালো থাকবে. তাই জেনে রাখুন এমন কিছু পরিচিত খাবার সম্পপর্কে যা ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

গাজর — গাজরে আছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও ক্যারোটিনএবং গাজরল সবজির মধ্যে সেরা সবজি যার স্বাস্থ্য উপকারিতা অনেক বেশি ও এটি আমাদেরত্বক ও চুলের জন্য খুবই ভালো। ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে গাজর কিংবা গাজরের জুস খাদ্য তালিকায় রাখুন।

পেঁপে — দারুণ মজার সুস্বাদু ফল পেঁপে খেতেকে না ভালোবাসে। পেঁপেতে আছে ভিটামিন সি, এ, ই এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা আমাদের ত্বক পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে ও ত্বককে ব্রণ ও ব্লেমিসেসথেকে রক্ষা করে। পেঁপে আপনি খেতেও পারেন অথবা পেস্ট করে ত্বকে লাগাতে পারেন।

টম্যাটো — লাল রঙের তাজাএই জুসি সবজিটিতে আছে লাইকোফেন। ত্বকের জন্য টম্যাটো খুবই ভালো, তাছাড়া টম্যাটো দেহের ওজন কমায় এববং ক্যন্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। সবুজ পাতার শাকসবজি --- সবুজ শাকসবজিতে আছে প্রচুর ভিটামিন যা শুধু ত্বকের জন্যই নয় পুরো দেহের জন্য অনেক ভালো। তাই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় রাখুন সবজি। স্ট্রবেরি — স্ট্রবেরিতে আছে ভিটামিন সি যা ত্বককে সুরক্ষাদান করে ও উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে।

গ্রিন টি--- গ্রিন টি হল একটি হারবাল পানীয় যা ত্বকের জন্য অনেক বালো। এটি ত্বকের পোড়া দাগ দূর করে, ত্বক নরম রাখে, ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে, ত্বকের গভীর কাল দাগ দূর করে ও ব্লেমিসেস দূর করে। ব্রকলি --- ব্রকলির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ভিটামিন এ ও সি প্রাকৃতিক ভাবেই ত্বকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। মাছ — মাছের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ওমেগা৩ ফ্যাটি অ্যাসিড ও বিভিন্ন ভিটামিন ত্বকের জন্য খুবই ভালো। তাই উজ্জ্বল ত্বক পেতে বেশি করে মাছ খাওয়া উচিত।

কোভিড রোগীদের জন্য সেফ হোম খুললেন আবির-সৃজিতরা, দিলেন ফোন নম্বর

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: "সেরে উঠুক পৃথিবী, সুস্থ হোক সকলে"- এই মন্ত্রে বিশ্বাস করেই রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে ২৫টি বেডের সেফ হোম খোলা হল সৃজিত মুখোপাধ্যায় , আবির চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁদের সহযোগীদের মিলিত চেষ্টায়। সোমবার 'ঞ্জ২কু সবার' উদ্যোগের আওতায় তৈরি সেফ হোমটির উদ্বোধন করা হয়।

'ঞ্জ২কু সবার' প্রজেক্টের মাধ্যমেই ভ্রাম্যমান অক্সিজেন পরিষেবা শুরু করেন সৃজিত-আবিররা। শুধু শহর কলকাতা নয়, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে গিয়ে ন্যায্য মূল্যে অক্সিজেন পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে এই প্রকল্পের আওতায়। যাঁদের টাকা দেওয়ার সামর্থ্য নেই, তাঁদের কাছ থেকে একেবারেই টাকা নেওয়া হচ্ছে না। যাঁরা টাকা দিতে পারছেন, যতটা দিতে পারছেন, ততটাই দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

গুআরও পড়ুন: জ্যাকি বাগনানি-সহ বলিউডের বহু প্রভাবশালীর বিরংদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ, বিস্ফোরক মডেলগ্ধ

'ঞ্জ২কু সবার' প্রকল্পের আওতায় বন্ধুদের সঙ্গে মিলে একটি সেফ হোম তৈরির কথা আগেই জানিয়েছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায় এবং আবির চট্টোপাধ্যায়। সেই কথাই রাখলেন। সোমবার থেকে শুরু হয়ে গিয়েছে রাসবিহারীর সেফ হোমটি। আবির-সৃজিত ছাড়াও এই উদ্যোগের সঙ্গে যু রাণা সরকার, অর্কদীপ মল্লিকা নাথ, চৈতালি বিশ্বাসের মতো মানুষরা। উদ্যোগে অংশীদার গড়িয়াহাট হিন্দুস্তান ক্লাব এবং ঢাকুরিয়ার আমরি হাসপাতাল। ২৫টি বেডের এই সেফ হোমে ২৪ ঘণ্টা ডাক্তার, নার্স, অক্সিজেন সাপোর্ট থেকে ওষুধ সবই পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যেই নেটিজেনদের থেকে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে উদ্যোগটি। টুইটারে যোগাযোগের ফোন নম্বর দিয়েছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। অতিমারীর এই সময়ে প্রয়োজনে যোগাযোগ করতেই পারেন ৯১ ৩৩-৪০৬৭৯১২৯৯১ ৩৩-৪০৬৭৯১২৯ নম্বরে।

ইন্ডিয়ান আইডল' বিতর্কে মুখ খুললেন সোনু নিগম, কাকে কাঠগড়ায় তুললেন গায়ক?

'ইন্ডিয়ান আইডল' বিতর্কে এবার মুখ খুললেন সোনু নিগম। কিশোরপুত্র অমিত কুমারের পাশে দাঁড়ালেন তিনি। আবার প্রতিযোগীরাও নিজেদের অবস্থানে ঠিক বলে মনে করেন জনপ্রিয় গায়ক। সোনুর অভিযোগ, যাবতীয় ঘটনার জন্য সংবাদমাধ্যমের একাংশই দায়ী। বিষয়টি নিয়ে অযথা বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে বলে মত তাঁর। নিজের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন সোনু। সেখানেই জানান, কিশোর কুমারের মতো কেউ কোনওদিন হতে পারবেন না। তাঁর ধারে কাছে যাওয়ারও ক্ষমতা সকলের নেই। অমিত কুমার সেই 'উস্তাদ'-এর ছেলে। অনেক দিন ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছেন। প্রচুর অভিজ্ঞতা তাঁর। "অমিত কুমার এই বিষয়ে আর কিছু বলছেন না বলে তাঁর এই নিস্তব্ধতাকে দুর্বলতা হিসেবে ধরে নেবেন না।" বলে মন্তব্য করেন সোনু।

লোকনাথ ঠাকুরের তিরোধান উৎসব পালিত হয় আগরতলা লোকনাথ মন্দিরে। বৃহস্পতিবার। ছবি ঃ নিজস্ব

করিমগঞ্জে কয়লা কেলেঙ্কারি : মুখ খুললেন জেলা আমদানি রফতানি সংস্থার সভাপতি অমরেশ

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : কয়লা কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন থেকে করিমগঞ্জ জেলায় রাজনৈতিক সুনামি চলছে। শাসক বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে চলছে আরোপ প্রত্যারোপের পালা। বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ তো ইতিমধ্যে কালো হিরার কেলেঙ্কারি নিয়ে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন। এবার মুখ খুলেছেন জেলা আমদানি রফতানি সংস্থার সভাপতি অমরেশ রায়ও। আজ বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অমরেশ রায় জানান, বিচারব্যবস্থার উপর তাঁর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। অনর্থক তাঁকে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। আইন আইনের পথেই চলবে। অমরেশবাবু নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করে আরও জানান, মেঘালয় থেকে কয়লা আসার সময় কাছাড়, হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় চেকপোস্ট পার হয়েই সুতারকান্দি (বাংলাদেশ সীমান্ত) যায়। ফলে অবৈধ কিছু চললে আগেই ধরা পড়ার কথা ছিল। এছাড়া সুতারকান্দি হয়ে বাংলাদেশ যাওয়ার আগে বিএসএফ, কাস্টমস, ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি সহ বিভিন্ন বিভাগের ছাড়পত্র নিতে হয়। ফলে এখানে অবৈধভাবে কিছু কোনও ভাবেই চলতে পারে না, দাবি করেন তিনি। তবে সবকিছু নিয়ে জেলা আমদানি রফতানি সংস্থা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ল্যান্ডপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া, বাণিজ্য ও অর্থ মন্ত্রালয়ের দ্বারস্থ হওয়ার আভাস দিয়ে রাখেন অমরেশ। গত দুই যুগের অধিক সময় ধরে এই ব্যেবসার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন তিনি। সরকারি বৈধ কাগজপত্র দিয়েই তিনি ব্যথবসা করে আসছেন। এর পরও তাঁর সঙ্গে যে অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটেছে এতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত বলে খেদ প্রকাশ করেন। এদিকে গত রবিবার সুতারকান্দির কয়লা-বিরোধী অভিযানে পাঁচজনকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সদর থানার ওসি বোলারাম তেরন। এই পাঁচজনের মধ্যে চারজন কয়লা ব্যাবসায়ী। এঁরা হলেন ফখরুল ইসলাম, মুক্তা হুসেন, আব্দুল হাফিজ চৌধুরী ও লোকমান উদ্দিন। অন্যনজন লরি চালক নীলু রায়। এ কথা জানিয়ে ওসি বলেন, ওইদিন মোট এগারোটি লরি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশি তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। তবে সদর থানা থেকে পুলিশি প্রহরাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে উদ্যত হিফজুরকে ছেড়ে দেওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সমালোচনার ঝড় বইছে। এর পেছনে গভীর কোনও রহস্য লুকিয়ে রয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা। উল্লেখ্য, গত রবিবার সুতারকান্দিতে আচমকা অভিযান চালান পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমার ঝা। এই অভিযানে কয়লাবাহী কয়েকটি লরি বাজেয়াপ্ত করেন তিনি। লরিগুলোর কাগজপত্রে গরমিল ধরা পড়লে জেলা আমদানি রফতানি সংস্থার সভাপতি অমরেশ রায় সহ আরও কয়েকজন কয়লা কারবারিকে থানায় ডেকে পাঠানো হয়। রবিবার সারারাত থানায় আটকে রেখে পরের দিন সন্ধ্যায় অমরেশ সহ অন্যদের ধারা ৪১-এর অধীনে ছেড়ে দেয় পুলিশ। সেই সঙ্গে ৩ জুন অর্থাৎ আজ বৃহস্পতিবার থানায় এসে তাঁদেরকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল। তবে, পুলিশের নির্দেশ অনুযায়ী আজ অমরেশ রায় থানায় হাজিরা দেননি। তিনি গুয়াহাটি চলে গিয়েছেন। যাওয়ার আগে কারণ সহ একখানা দরখাস্ত থানায় পাঠিয়েছেন বলেও জানা গিয়েছে। এদিকে এ ব্যাপারে অমরেশবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করেলে তিনি জানান, চিকিৎসা সংক্রান্ত কারণে গুয়াহাটি গিয়েছেন।

দশম ও দ্বাদশের পরীক্ষা বাতিল উত্তর প্রদেশে, মহারাষ্ট্রেও একই সিদ্ধান্ত

লখনউ ও মুম্বই, ৩ জুন (হি.স.): কোভিড-পরিস্থিতির জন্য দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা বাতিল করল উত্তর প্রদেশ বোর্ড। দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা বাতিল করার পর উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানিয়েছেন, কোভিড মহামারী পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্যই অগ্রাধিকার। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বাধীন বৈঠকে বৃহস্পতিবার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে যোগী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী দীনেশ শর্মাও ছিলেন। হিন্দিতে টুইট করে যোগী জানিয়েছেন, কোভিড মহামারী পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রাধিকার। প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে, উত্তর প্রদেশ সরকারও দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মহারাষ্ট্রেও বাতিল করা হয়েছে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ার জানিয়েছেন, 'দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা বাতিল করেছে মহারাষ্ট্র বোর্ড।' সুস্থতার নিরিখে মহারাষ্ট্রে পাঁচটি পর্যায়ে আনলক প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী বিজয় ওয়াদেত্তিওয়ার জানিয়েছেন, পাঁচটি পর্যায়ে আনলক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছি আমরা। যে সমস্ত জেলায় সংক্রমণের হার একেবারে কম সেখানে কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না।'

পঞ্চভূতে বিলীন অসমীয়া সাহিত্য জগতের মহীরূহ লক্ষ্মীনন্দন বরার নশ্বর দেহ

গুয়াহাটি, ৩ জুন (হি.স.) : পঞ্চভুতে বিলীন হয়ে গেছে অসমীয়া সাহিত্য জগতের মহীরূহ ড় লক্ষ্মীনন্দন বরার নশ্বর দেহ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নবগ্রহ শ্মশানে সম্পূর্ণ রাজ্য মর্যাদায় প্রয়াত বরার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। প্রয়াত বাবার মুখাগ্নি করেছেন দুই ছেলে ত্রিদীপনন্দন বরা ও স্বরূপনন্দন বরা। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ এবং পদস্থ আধিকারিক। ছিলেন ড় বরার বহু গুণমুগ্ধ। আজ সকাল ১১.২৯ মিনিটে গুয়াহাটির বেসরকারি এক্সেল হাসপাতালে ৯০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সাহিত্য অকাডেমি পুরস্কার বিজয়ী, পদ্মশ্রী, অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি, বিশিষ্ট অসমিয়া সাহিত্যিক ড় লক্ষ্মীনন্দন বরা। ড় লক্ষ্মীনন্দন বরার প্রয়াণে রাজ্যের বিভিন্ন দল-সংগঠন, ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে গভীর শোক ব্যক্ত করা হয়েছে।

ডিমা হাসাও জেলায় আরও এক নাগা জঙ্গিকে আটক করেছে আসাম রাইফেলস

হাফলং (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : ৭২ ঘন্টার মধ্যে ডিমা হাসাও জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর জালে পড়েছে আরও এক নাগা জঙ্গি সংগঠন এনএসসিএন (আইএম)-এর এক সদস্য। গত ১ জুন মাহুর থানার অন্তর্গত লাইসং এলাকা থেকে এনএসসিএন (আইএম) জঙ্গি সংগঠনের ওভার গ্রাউন্ড তথা সিভিল উইংসের সদস্য কিলাংচুংবে জেমিকে ১১ আসাম রাইফেলস এবং ডিমা হাসাও পুলিশের যৌথবাহিনী গ্রেফতার করেছিল। এর পর আজ বৃহস্পতিবার সকালে ১১ আসাম রাইফেলস লাইসংয়ে এক অভিযান চালিয়ে এনএসসিএন (আইএম)-এর সিভিল উইংসের সদস্য হেলুহিয়াংম্বেকে আটক করেছে। আসাম রাইফেলস সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত হেলুহিয়াংম্বে লাইসং এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাউস ট্যাক্স হিসেবে অর্থ আদায়ে জড়িত ছিল। ধৃত জঙ্গি সদস্যের কাছ থেকে আসাম রাইফেলস বেশ কিছু অর্থের দাবি পত্রও উদ্ধার করেছে। জানা গেছে, জঙ্গি সদস্য হেলুহিয়াংম্বেকে টানা জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

ভ্যাকসিন নিলেই মিলবে বিয়ার, টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বিশেষ ঘোষণা বাইডেন প্রশাসনের

ওয়াশিংটন, ৩ জুন (হি. স.) : এবার টিকা নিলেই সঙ্গে বিনামূল্যে মিলবে বিয়ার। স্বাধীনতা দিবসের আগেই দেশের ৭০ শতাংশ মানুষকেই অন্তত আংশিক টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এই বিশেষ ঘোষণা করল বাইডেন প্রশাসন।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন টিকাকরণ নিয়ে "মান্থ অব অ্যাকশন"র ঘোষণা করেন। তিনি জানান, ৪ জুলাইয়ের আগেই দেশের অধিকাংশ মানুষকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে এগোনো হচ্ছে। গ্রীষ্মের আগেই করোনা-পূর্ববর্তী সময়ে দেশকে ফেরাতেই এই উদ্যোগ। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, কলেজ, সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার, বিভিন্ন জগতের তারকাদেরও সাধারণ মানুষদের টিকাকরণে এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে অনুরোধ জানান।

এর আগেই বিভিন্ন সংস্থার তরফে টিকাকরণের বদলে নগদ টাকা, খেলার টিকিট এমনকি ছুটি দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। এবার নতুন অফার হিসাবে বিনামূল্যে বিয়ারের প্রলোভন দেখানো হল। বিয়ার প্রস্তুতকারক সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এই বিশেষ অফারের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ৭০ শতাংশ জনসংখ্যাকে টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলে প্রথম ২ লক্ষ টিকা প্রাপককে ৫ ডলার করে দেওয়া হবে।

করিমগঞ্জে বিজেপি ও যুবমোর্চার পক্ষ থেকে মাস্ক স্যানিটাইজার বিতরণ

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : 'সেবা-ই সংগঠন', এই সংকল্পের মাধ্যমে করোনা কালে সমগ্র দেশ জুড়ে বিজেপি বিভিন্ন সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। করিমগঞ্জ বিজেপিও এই সংকল্পের মাধ্যমে জেলায় সেবা মূলক কাজকর্ম অব্যাহত রেখেছে। দলের জেলা কমিটি ও জেলা যুবমোর্চার পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে গরিব দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বণ্টনের পাশাপাশি মাস্ক স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়েছে।

দলের শহর মণ্ডলের তরফ থেকে বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জ শহরের প্রায় তিন শতাধিক মানুষের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে মাস্ক ও স্যানিটাইজার। শহর মণ্ডল সভাপতি কিশোর দে জানান, বর্তমানে করোনা অতিমারির সঙ্গে লড়াইয়ে প্রধান হাতিয়ারই হল মাস্ক পরিধান করা ও ঘন ঘন হাত স্যানিটাইজ করা। তাই এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মাস্ক ব্যবহারে আরও উৎসাহ দিতেই এই সেবামূলক কার্যসূচি পালন করে চলেছে বিজেপি।

পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বৃহস্পতিবার সকাল এগারোটায় শহরের ছন্তর বাজার পয়েন্টে মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণ করা হয়। প্রায় তিন শতাধিক পুরুষ মহিলাদের মধ্যে এগুলো বিতরণ করা হয়েছে বলে জানান শহর মণ্ডল সভাপতি কিশোর দে। মাস্ক ও স্যানিটাইজার বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি ডা. মানস দাস, যুবমোর্চার জেলা সভাপতি অমিত পাল, শ্যামল চক্রবর্তী, দীপজয় দাস, কাজল শুক্লবৈদ্য, নিবেদিতা চৌধুরী, রকি দাস, ধ্রুবজ্যোতি দাস, রাজশ্রী চক্রবর্তী প্রমুখ।

কাছাড়ের নারাইণছড়ায় পুলিশি অভিযানে ৫১ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার সহ আটক দুই ড্রাগস মাফিয়া

কাটিগড়া (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : গোটা রাজ্যের পাশাপাশি কাছাড় জেলায়ও মাদক বিরোধী অভিযান তীব্র করেছে পুলিশ। আজ জেলার কাটিগড়া থানার অধীন বিহাড়া ফাঁড়ির নারাইণছড়ায় পুলিশি অভিযানে বিপুল পরিমাণের ব্রাউন সুগার সহ দুই ড্রাগস মাফিয়াকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। কাছাড় পুলিশের এই বৃহৎ সাফল্যে জনমনে সন্তোষ পরিলক্ষিত হচ্ছে। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে পুলিশ সুপারের খোদ পুলিশ সুপার বৈভব চন্দ্রকান্ত নিম্বালকরের নেতৃত্বে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রাচ্যজিৎ শইকিয়া, কাটিগড়ার ওসি ইন্সপেক্টর রঞ্জন দলে, বিহাড়া ফাঁড়ির ইনচার্জ লাবণ্য বড়ো সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী বিহাড়ার পার্শ্ববর্তী নারাইণছড়ায় এএস ০৪ এন ৬৩৬৬ নম্বরের একটি বলেরো গাড়িতে তল্লাশি চালায়। সন্দেহজনক এই বলেরো গাড়ি থেকে ৯২টি সাবান কেইসে বিপুল পরিমাণের ব্রাউন সুগার পাচারের পথে হাতেনাতে দুই মাফিয়াকে আটক করা হয়। বাজেয়াপ্তকৃত ব্রাউন সুগার এক কেজির অধিক পরিমাণ হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নেশা সামগ্রী পাচারকারী ধৃত দুজনের মধ্যে একজন করিমগঞ্জ জেলার বাইট্রগ্রামের বাসিন্দা নজমুল হক, দ্বিতীয়জন জয়নাল আবেদিন। বাড়ি করিমগঞ্জের মকইভাঙ্গায়। পুলিশ মাদক পাচারে ব্যবহৃত বলেরো গাড়িটি হেফাজতে নিয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত ব্রাউন সুগারের বাজারমূল্য কম করেও ৫১ লক্ষ টাকা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ধৃত দুই ড্রাগস মাফিয়াকে কাটিগড়া থানায় নিয়ে জেরা করছে পুলিশ। পুলিশ সুপার নিম্বালকর জানিয়েছেন, ধৃতদের কাছ থেকে বেআইনি নেশাসামগ্রী পাচারচক্রের বেশকিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। অতি শীঘ্রই কাছাড় জেলার অন্যান্য স্থানে নেশাসামগ্রী যেমন ব্রাউন সুগার, হেরোইন, গাঁজা, ইয়াবা ট্যাবলেট প্রভৃতির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে পাচার চক্রকে সমূলে উৎখাত করার পরিকল্পনা রয়েছে পুলিশের। তাই তৎপরতার সঙ্গে এ ধরনের পুলিশি অভিযান জেলাজুড়ে অব্যাহত থাকবে বলেও জানান পুলিশ সুপার আইপিএস বৈভব চন্দ্রকান্ত নিম্বালকর। এদিকে কাছাড়ে পুলিশ সুপার হিসেবে বৈভব চন্দ্রকান্ত নিম্বালকর যোগদান করার পর থেকেই অবৈধ কয়লা, চুণাপাথর, বার্মিজ সুপারি, পশু পাচারের সিন্ডিকেট চক্র ও বেআইনিভাবে নেশাসামগ্রী পাচার চক্রের বিরুদ্ধে লাগাতার পুলিশি অভিযানে একের পর এক সফলতা সামনে আসায় কাছাড় পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ও ভরসা বাড়ছে। পুলিশ পুনরায় সক্রিয় হওয়ায় সাধারণ জনমনে স্বস্তির বাতাবরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। জেলায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা তথা মানুষের জানমালের যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণের প্রত্যাশা বাস্তবায়নের সুলক্ষণ আঁচ করে পুলিশ প্রশাসনের উপর ব্যাপক সন্তোষ বিরাজ করছে সর্বত্র।

করিমগঞ্জে এল অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞ কৃপানাথ

করিমগঞ্জ (অসম), ৩ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জে এসে পৌঁছলো আধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন। এটা কোনও যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে নয়। করোনা প্রতিরোধে এবার আধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। পিএম ক্যায়ার ফান্ড থেকেই এই ড্রোন করিমগঞ্জের জন্য মঞ্জুর হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে শহরকে স্যানিটাইজেশন করতে ব্যবহার করা হবে এই ড্রোন। সাংসদ কৃপানাথ মালাহ আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শহরকে স্যানিটাইজ করাবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। এর জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দ্বারস্থও হয়ে বিষয়টি তাঁর নজরে নিয়েছিলেন। সাংসদ কৃপানাথের আবদারে সাড়া দিয়ে পিএম ক্যায়ার ফান্ড থেকে একটি ড্রোন করিমগঞ্জের জন্য মঞ্জুর করেন প্রধানমন্ত্রী। খুব শীঘ্রই ড্রোন করিমগঞ্জ পৌঁছবে বলেও সাংসদকে আশ্বস্ত করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আশ্বাস মতোই আজ বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জ এসে পৌঁছেছে অত্যাধুনিক ড্রোন। দু-এক দিনের মধ্যেই ড্রোনটি কাজ শুরু করবে বলে জানান সাংসদ কৃপানাথ। সেই সঙ্গে করিমগঞ্জের জন্য ড্রোন মঞ্জুর করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন সাংসদ মালাহ।

করোনায় মৃত কর্মীদের পরিবারকে আগামী পাঁচ বছর বেতন দেবে রিলায়েন্স

মুম্বই, ৩ জুন (হি.স) : করোনায় মৃত সংস্থার কর্মীদের পরিবারকে আগামী পাঁচ বছর বেতন দেওয়ার কথা ঘোষণা করল রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। পাশাপাশি মৃত কর্মীর সন্তানদের পড়াশোনার খরচও বহন করবে সংস্থা। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-র চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি ও তাঁর স্ত্রী নীতা আম্বানি 'রিলায়েন্স ফ্যামিলি সাপোর্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার স্কিম' ঘোষণা করেছেন। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, করোনায় মৃত কর্মীদের পরিবার আগামী পাঁচ বছর বেতন পাবে। এছাড়া অসুস্থদের পরিবার ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সাহায্য পাবে। এখানেই শেষ নয়, মৃত কর্মীদের সন্তানের গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত পড়াশোনার পুরো খরচ বহন করবে সংস্থা। বৃহস্পতিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ১৫৪ জন। তারফলে দেশে মোট আক্রান্ত ২ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৯৮৬ জন। একদিনে মৃত্যু হয়েছে ২ হাজার ৮৮৭ জনের। আর মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৯৮৯ জন। দেশে মৃত্যুহার ১.১৯ শতাংশ।

থেমে গেল সাহিত্য অকাডেমি বিজয়ী বিশিষ্ট সাহিত্যিক লক্ষ্মীনন্দন বরার জীবন পরিক্রমা, শোকাতুর রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৩ জুন (হি.স.) : জীবনপ্রদীপ থেমে গেছে সাহিত্য অকাডেমি পুরস্কার বিজয়ী, পদ্মশ্রী, অসম সাহিত্য সভার প্রাক্তন সভাপতি, বিশিষ্ট অসমিয়া সাহিত্যিক ড় লক্ষ্মীনন্দন বরার। ড় লক্ষ্মীনন্দন বরার মৃত্যুর খবরে শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছে রাজ্যের বোদ্ধামহল। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.২৯ মিনিটে গুয়াহাটির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৯০ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। তিনি রেখে গেছেন পত্নী মাধুরী বরা, এক কন্যা সেউজি এবং দুই ছেলে ত্রিদীপ নন্দন ও স্বরূপ নন্দন সহ অসংখ্য অনুগামী ও গুণমুগ্ধ।

তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অসম প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস, অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা সহ অসম নাট্য সন্মিলনী, অসম সাহিত্য সভা, অসম প্রকাশন পরিষদ, ব্যতিক্রম গোষ্ঠী প্রভৃতি বহু সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং গ্রন্থ প্রকাশন গোষ্ঠী। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিশিষ্ট সাহিত্যিক লক্ষ্মীনন্দন বরার শেষকৃত্য সম্পূর্ণ রাজ্য মর্যাদায় সম্পন্ন করা হবে নবগ্রহ শশ্মানে। অন্যদিকে অসম সাহিত্য সভা ঘোষণা করেছে, আজ থেকে তিনদিন রাজ্যের সর্বত্র সংগঠনের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।

করোনায় আক্রান্ত হলে গত ২০ মে বিশিষ্ট সাহিত্যিককে গুয়াহাটির অ্যাক্সেল কেয়ার হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল। এক সময় তিনি কোভিড-মুক্ত হন, রিপোর্ট আসে নেগেটিভ। কিন্তু শারীরিক অন্য অসুস্থতার জন্য হাসপাতালেই তাঁকে রেখে দেওয়া হয়েছিল। তবে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকলে ২৪ মে আইসিইউতে স্থানান্তর করা হয়। শেষ রক্ষা হয়নি, ডাক্তারদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে আজ সকালে পরলোক গমন করেন সাহিত্যিক লক্ষ্মীনন্দন বরা।

১৯৩১ সালের ১৫ জুন নগাঁও জেলার কুদিজাহগাঁওয়ের হাতিচোঙে জন্মগ্রহণ করেছিলেন লক্ষ্মীনন্দন বরা। ফেটুরাম বরা এবং ফুলেশ্বরী বরার পাঁচ সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন কনিষ্ঠ। নগাঁও হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করে গুয়াহাটির কটন কলেজে বিজ্ঞান বিষয়ে ইন্টারমেডিয়েটে ভরতি হন। ১৯৫২ সালে কটন থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে চলে যান কলিকাতা। সেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে একই বিষয়ে ১৯৫৪ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রাপ্ত হওয়ার পর অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবহাওয়া বিজ্ঞানে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। প্রসঙ্গত, লক্ষ্মীনন্দন বরাই ছিলেন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আবহাওয়া বিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম পিএইচ.ডি ডিগ্রি প্রাপ্ত ব্যক্তি। তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ১৯৫৫ সালে। ওই বছর শিলঙের সেইন্ট অ্যান্থনি কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানের লেকচারার হিসেবে লক্ষ্মীনন্দন বরা কর্মজীবনে পা রেখেছিলেন। এর পর জগন্নাথ বরুয়া মহাবিদ্যালয়, নগাঁও কলেজ, কটন কলেজে শিক্ষকতা করে ১৯৫৮ সালে যোরহাটের অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এছাড়া দু-বছরের জন্য জনস গুটেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবেও নিয়োজিত ছিলেন তিনি। ১৯৯২ সালে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯৬১ সালে মাধুরী বরার সঙ্গে বিবাহপাশে আবদ্ধ হয়েছিলেন লক্ষ্মীনন্দন। তাঁদের এক কন্যা সেউজি এবং দুই পুত্র ত্রিদীপ নন্দন ও স্বরূপ নন্দন বর্তমানে গুয়াহাটির গণেশগুড়ি এলাকায় বসবাস করছেন। তাঁর মেয়ে সেউজি বরা নেওগ যোরহাটের অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার সঙ্গে জড়িত। এছাড়া ছেলে ত্রিদীপ নন্দন বরা অসম সরকারের একজন সিনিয়র অফিসার এবং স্বরূপ নন্দন বরা গুয়াহাটি আইআইটির অধ্যাপক। ১৯৫৪ সালে ড় লক্ষ্মীনন্দন বরার লেখা 'ভাওনা' শীর্ষক প্রথম ছোটগল্প 'রামধেনু' সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল। এর পর ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম বই 'দৃষ্টিরূপা'। সেভাবে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর লেখা আরেকটি বই 'নিশার সুরভি'। ১৯৬৩ সালে লক্ষ্মীনন্দন বরার প্রথম উপন্যাস অসমীয়া সাহিত্যে নতুন ধারা সৃষ্টিকারী 'গঙা চিলনীর পাখি' প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে এই উপন্যাস অনূদিত হয়েছিল ১১টি ভাষায়। এছাড়া ১৯৭৬ সালে এই একই উপন্যাসের কাহিনি অবলম্বনে বিশিষ্ট পরিচালক পদুম বরুয়া একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৯৬ সালে অসম সাহিত্য সভার বোকাখাত অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন ড় বরা। দৃষ্টিরূপা, গঙা চিলনীর পাখি, পাতাল ভৈরবী, নিশার সুরভি ছাড়াও তিনি লিখে গেছেন মৎস্যকন্যা, কায়কল্প, কাঁচিয়লির কুঁওলী, নিষিদ্ধ চেতনা, আকৌ শরাইঘাট, অচিন কইনা ইত্যাদি বই ছাড়াও ১২টি গল্প সংকলন এবং ২৫টির বেশি উপন্যাস। এছাড়া "কাল বলুকাত খোজ" শীর্ষক আত্মজীবনীমূলক একটি বইও লিখে গেছেন তিনি।

'পাতাল ভৈরবী' শীর্ষক উপন্যাসের জন্য ১৯৮৮ সালে সাহিত্য অকাডেমি পুরস্কার এবং ২০০৪ সালে অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছিলেন ড় লক্ষ্মীনন্দন বরা। সাহিত্যিক ছাড়াও লক্ষ্মীনন্দন ছিলেন একজন সাংবাদিক। যোরহাটে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার পাশাপাশি সাংবাদিকতাও করেছিলেন তিনি। ১৯৭৯ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হোৰা "দ্য ইকনমিকস টাইমস পত্রিকার যোরহাটের সংবাদদাতা ছিলেন। তাছাড়া ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক "রংপুর" এবং পরবর্তীতে সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকী 'গরীয়সী'র সম্পাদক হিসেবে কার্যনির্বাহ করে গেছেন ড় বরা।

মৈত্রী ট্রেনে সাড়ে ৩ ঘন্টাতেই পৌঁছনো যাবে ঢাকা থেকে কলকাতা : মো. নূরুল ইসলাম সুজন

আগরতলা থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতা যেতে সময় লাগবে মাত্র ৬ ঘন্টা

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৩ জুন (হি.স.): নির্মাণ কাজ শুধু শেষ হওয়ার অপেক্ষা, বহু প্রতীক্ষিত পদ্মা সেতু রেল যোগাযোগ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হলেই মৈত্রী এক্সপ্রেস ট্রেনে ঢাকা থেকে কলকাতায় পৌঁছনো যাবে মাত্র সাড়ে ৩ ঘন্টাতেই। এর ফলে উপকৃত হবেন বাংলাদেশ ও ভারত-উভয় দেশের নাগরিকরা। এছাড়াও পদ্মা সেতু দিয়ে ত্রিপুরার আগরতলা থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতা যেতে সময় লাগবে মাত্র ৫ থেকে ৬ ঘন্টা। এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন। পদ্মা সেতুর রেল যোগাযোগ প্রকল্প ও মিটার গেজের সমস্ত রেললাইন ব্রডগেজে উন্নীত করার কাজ শেষ হলে, বাংলাদেশ ও ভারতের নাগরিকের কতটা উপকৃত হবেন সে বিষয়ে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজনের সঙ্গে কথা বলেছেন বহুভাষী সংবাদ সংস্থা "হিন্দুস্থান সমাচার"-এর বাংলাদেশের প্রতিনিধি কিশোর সরকার।

হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, 'বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল ব্রডগেজ রেল লাইন। কিন্তু পূর্বাঞ্চল রেললাইন মিটার গেজ। তাই রেল পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। বাংলাদেশের সমস্ত মিটার গেজ রেললাইন ব্রডগেজ ডুয়েল রেললাইন করা হচ্ছে। এমনটা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে তো বটেই ভারতের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগে বৈপ্লবিক পরিবর্তণ ঘটবে। ইউরোপের মতোই বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আগরতলা অথবা অন্য কোনও রাজ্যে যাওয়া যাবে ট্রেনে।'

রেলপথ মন্ত্রীর সঙ্গে হিন্দুস্থান সমাচার-এর সাক্ষাৎকার

হিন্দুস্থান সমাচার : পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হলে বাংলাদেশ ও ভারতের নাগরিকরা কতটা উপকৃত হবেন?

রেলপথ মন্ত্রী : প্রথমত ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে বাংলাদেশের দর্শনা, ভারতের গেদে হয়ে কলকাতা পর্যন্ত ৪০০ কিশোমিটার রেলপথ পাড়ি দিতে হয়। এর মধ্যে বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে ২৮০ কিলোমিটার ও ভারতের মধ্যে ১২৯ কিলোমিটার। কিন্তু, পদ্মা রেল সেতু যোগাযোগ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হলে ঢাকা থেকে ভাঙা, নড়াইল, যশোর হয়ে বাংলাদেশের বেনাপোল সীমান্ত পর্যন্ত ১৭২ কিলোমিটার এবং পশ্চিমবঙ্গের হরিদাসপুর সীমান্ত দিয়ে বনগাঁও জংশন হয়ে কলকাতা স্টেশন পর্যন্ত ভারতের মধ্যে ৭৯ কিলোমিটার। মোট ২৫১ কিলোমিটার পথ যেতে ৩ থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার বেশি লাগার কথা না। এর মধ্যে বেনাপোলে ইঞ্জিন পরিবর্তন হবে। তবে কাস্টম আগের মতোই ঢাকা ও কলকাতা স্টেশনেই হবে।

হিন্দুস্থান সমাচার : বাংলাদেশের মিটার গেজ রেললাইন ব্রড গেজে উন্নীত হলে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে রেল যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আশা করা যেতে পারে?

রেলপথমন্ত্রী : বাংলাদেশের রেল যোগাযোগ দু'ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে পদ্মার পশ্চিম পাড় পশ্চিমাঞ্চল ব্রডগেজ রেল লাইন। কিন্তু পদ্মার পূর্ব পাড় পূর্বাঞ্চল জোনের রেল লাইন মিটার গেজ। দু"টির সমন্বয় করতে গিয়ে রেল পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের সমস্ত মিটার গেজ লাইন ব্রডগেজ ডুয়েল গেজ রেল (ব্রড গেজ ও মিটার গেজ এক সঙ্গে ডুয়েল গেজ বলে) লাইন করা হচ্ছে। ভারতীয় ঋণ সহাতায় কমলাপুর থেকে টঙ্গী পর্যন্ত চারলেন বিশিষ্ট ডুয়েল রেল লাইন হচ্ছে। ভারতীয় অনুদানে বাংলাদেশের আখাউড়া থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা সীমান্ত পর্যন্ত ১১ কিলোমিটার ডুয়েল গেজ রেললাইন নির্মাণ কাজ চলছে। এছাড়া এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক-সহ বিভিন্ন সংস্থার ঋণ সহায়তায় আরও কয়েকটি ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন নির্মান কাজ চলছে।

রেলপথ মন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, টঙ্গী থেকে আখাউড়া পর্যন্ত ৯৭ কিলোমিটার বর্তমানে মিটারগেজ লাইন রয়েছে। এডিবি (এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক) টঙ্গী থেকে আগাউড়া ডুলেগেজ ডাবল লাইন নির্মাণের সমীক্ষা চালাচ্ছে। আর টঙ্গী থেকো আখাউড়া পর্যন্ত রেল লাইন ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন হলে আগরতলা স্টেশন থেকে ঢাকা পর্যন্ত ১৩৬ কিলোমিটার এবং ঢাকা থেকে কলকাতা ২৫১ কিলোমিটার রেলপথ পাড়ি দিতে বাংলাদেশ অথবা ত্রিপুরার মানুষের জন্য ৫ থেকে ৬ ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয়। ভারতের সঙ্গে মোট ৯টি রেলওয়ে ক্রস বর্ডার রয়েছে। যার সবগুলি চালু হলে বাংলাদেশ-ভারতের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তণ আসবে। ইউরোপের ন্যায় বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আগরতলা বা অন্য কোনও রাজ্যে চলাচল করা যাবে ট্রেনে। যা পর্যাক্রমে মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াও সম্প্রসারণ করারও পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘের বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের পদ্মা মূল সেতুর নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকা। এর সঙ্গে পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে ঢাকা থেকে যশোহর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। মূল সেতুর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। সেতুটির সড়ক যোগাযোগ ২০২২ সালের ২৬ মার্চ যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন সেতু সংশ্লিষ্টরা। তবে, পদ্মা রেলসেতু যোগাযোগ প্রকল্পের কাজ দেরিতে শুরু হওয়ায়, নির্মাণ কাজ শেষ হতে হতে ২০২৪ সাল হয়ে যেতে পারে।

বিভিন্ন দাবীতে ডিওয়াইএফআই এবং টিওয়াইএফ এর ধর্ণা আন্দোলন আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

নারদ মামলায় টানটান শুনানি হাইকোর্টে ফের আগামী সপ্তাহে সওয়াল-জবাব

কলকাতা, ৩ জুন (হি. স.) : এ সপ্তাহের মতো কলকাতা হাইকোর্টে শেষ হল নারদ মামলার শুনানি। আগামী সপ্তাহে ফের এই শুনানি চলবে উচ্চ আদালতে। নারদ মামলা স্থানান্তর নিয়ে বৃহস্পতিবার দিনভর সওয়াল-জবাব চলে হাইকোর্টে।

ভার্চুয়াল শুনানিতে এদিনের দু'পক্ষের সওয়াল জবাব ছিল টানটান। একদিকে সিবিআইয়ের হয়ে সওয়াল সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতার। অভিযুক্তদের হয়ে সওয়াল করেন অভিষেক মনু সিংভি, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নারদ মামলায় আপাতত শর্তাধীন জামিনে মুক্ত রয়েছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র, শোভন চট্টোপাধ্যায়। তবে মামলা নিয়ে শুনানি জারি রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। সিবিআইয়ের আইনজীবী তথা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সওয়াল করেন। উল্টোদিকে অভিযুক্তদের হয়ে সওয়াল আইনজীবী অভিষেক মনু সিংভি ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বৃহস্পতিবার ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে কলকাতা হাইকোর্টে চলে নারদ মামলার শুনানি। মামলা স্থানান্তর করা নিয়ে চলে শুনানি।

এদিন শুনানি চলাকালীন বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সলিসিটির জেনারেল তুষার মেহতাকে বলেন, নারদকাণ্ডের তদন্ত শুরুর পর থেকে সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র ও শোভন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করা হয়নি। ১৭ মে নারদ মামলায় তাঁদের গ্রেফতার করলেন। গ্রেফতারির পর তাঁরা নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেয়ে যান। পরে হাইকোর্ট সেই জামিনে স্থগিতাদেশ দেয়। তাঁরা নিম্ন আদালতে জামিন পেলেন। আপনারা হাইকোর্টে ই-মেল করে অভিযোগ জানালেন। হাইকোর্ট জামিনে স্থগিতাদেশ দিল। আপনাদের ই মেলে আইনের কোন চরিত্র মেনে অভিযোগ, উল্লেখ নেই।" নারদ মামলা দিনের পর দিন ধরে আগে চালানো হলে সেখানেও আদালত যদি একই নির্দেশ দিত, তবে সিবিআইয়ের অধিকার খর্বের বক্তব্য কি অকাট্য বলে মনে হতো?

এদিন বিচারপতি মুখোপাধ্যায় প্রশ্ন করেন, আপনারা যদি আদালতের সাধারণ নিয়ম মেনে পরের দিন বা তার পরের দিন মামলা করতেন, আর সেখানেও যদি একই নির্দেশ দিত আদালত, তাহলে আপনাদের অধিকার কীভাবে খর্ব হতো?

তুষার মেহতাকে বিচারপতি সৌমেন সেন জিজ্ঞাসা করেন, "যে ইমেল আপনারা পাঠান, তাকে মামলার কোন চরিত্র হিসাবে ধরব? জনস্বার্থ মামলা, জামিন খারিজ না রিট আবেদন?" শুনানিতে সিবিআই-এর আইনজীবী তুষার মেহেতা জানিয়েছেন, "চিঠিতে একাধিক অভিযোগ ছিল, যার মধ্যে জনস্বার্থ মামলা অন্যতম ছিল।" তুষার মেহেতাকে বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন জিজ্ঞাসা করেন, "আপনার কি মনে হয় না, বিচারব্যবস্থার ক্রমশ শ্রেণিবিন্যাস গুরুত্বপূর্ণ?" সিবিআই আইনজীবীকে এদিন প্রশ্ন করেন বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি তুষার মেহতাকে প্রশ্ন করেন, হাইকোর্টের বৃহত্তর বেঞ্চ মনে করলে নিম্ন আদালতের নির্দেশ খারিজ করতে পারে, তবে কি জামিনের আবেদনেও মঞ্জুর করতে পারে? তবে উত্তরে সিবিআই আইনজীবী এদিন বলেন, হাইকোর্ট যদি মনে করে তবে মামলা স্থানান্তরের নির্দেশের পাশাপাশি জামিনের আবেদনের স্থানান্তরের নির্দেশ দিতে পারে। চলতি সপ্তাহে কলকাতা হাইকোর্টে আর নারদ মামলার শুনানি হবে না। আগামী সপ্তাহে ফের শুনানি।

দিল্লিতে ৪৫ বেড়ে মোট মৃত্যু ২৪

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যা ৫০-এর নীচে নেমে এল। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪৫ জনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৮৭ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৯২৬ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৪ হাজার ৪৪৭ জনের। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৭৩১ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ১,০৫৮ জন। বৃহস্পতিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৮ হাজার ৭৪৮ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট কমে ০.৬১ শতাংশে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মোট ৮০,০৪৬ জনের কোভিড টেস্ট করা হয়েছে।

কর্মীরা টিকা নিলে ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকবে হোটেল রেস্তোরাঁ : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ জুন (হি. স.) : বণিক সভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরোধ করলেন নিজেদের কর্মীদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করুন। ওই টিকা নিজেরাই কিনুন। ভেবে নিন, ওই টাকা আপনারা রাজ্য সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলার ত্রাণে দিচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বণিকসভার বৈঠকে যোগ দেয় ২৯টি বণিক সংগঠন। তিনি বলেন, হোটেল রেস্তোরাঁর কাজ অনলাইনে বেশি করে চালান। কর্মীদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করে হোটেল রেস্তোরাঁ চালু রাখুন।"

রেস্তোরাঁ ব্যবসা করোনা পরিস্থিতিতে সমস্যায় পড়ছে বলে জানিয়েছিল বণিকসভা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "মিষ্টির দোকান তো আমরা ১০টা থেকে ৫টা খোলা থাকবে বলেছি। রেস্তোরাঁও খোলা থাক। বিকেল ৫টা থেকে ৮টা পর্যন্ত রেস্তোরাঁ খোলা রাখতে পারেন। তবে কর্মীদের টিকা দিতে হবে। সমস্তরকম নিরাপত্তাবিধি বজায় রাখতে হবে।"

মমতা বলেন, "স্বাস্থ্য বিভাগ টিকাকরণে সহযোগিতা করবে। তবে রাজ্যের বিপর্যয় তহবিলে টাকা দিলে আমরা সেই টাকা দিয়ে টিকা কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"বণিক সংগঠনের সদস্য সংস্থাগুলির মধ্যে কীভাবে টিকা সরবরাহ করা হবে তা দেখার জন্য একটি সাধারণ ব্যবস্থাপক ক্ষেত্র বা কমন পুল তৈরি করার কথা বলেন মমতা। তিনি বলেন, "মোট টিকা কেনার পর ওই টিকা এই ক্ষেত্রকে দেওয়া হবে। সেখান থেকেই টিকার সুষ্ঠ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সার্বভৌমত্বের দাবিতে আলফা (স্বা)-র সঙ্গে আলোচনা নয়, প্রতি সপ্তাহে দুটি জেলায় নৈশযাপন সহ আরও বহু বিষয়ে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.) : কিছু জটিলতা আছে, তবে সময় লাগলেও কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার অসমে শান্তি ফিরিয়ে আনতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উগ্রপন্থী সংগঠন ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব অসম, স্বাধীন (আলফা-স্বা)-কে মূলধারায় আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আজ বৃহস্পতিবার এখানে অসম ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে গত পাঁচদিন ধরে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রী ও আমলার সঙ্গে বৈঠকের নির্যাস দিতে গিয়ে রাজ্যের উন্নয়ন, প্রশাসনিক কাজকর্মে গতি ও স্বচ্ছতা আনা, মন্ত্রী-বিধায়ক এবং বিরোধীদের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রক্ষা করা, অসম-নাগাল্যান্ড সীমা বিবাদ, হোজাইয়ের উদালিতে ডাক্তার নিগ্রহ, লকডাউন, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি, বন্য নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সম্পাদন ইত্যাদি নানা বিষয়ে তথ্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আলফা (স্বা)-কে মূলধারায় আনার প্রচেষ্টা তাঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। কোনও কোনও বিষয়ে জটিলতার দরুন শান্তি আলোচনায় কিছুটা সময় লাগতে পারে। তবে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার অসমে শান্তি ফিরিয়ে আনতে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিষয়টিকে গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী আজ স্পষ্ট করে দিয়ে বলেছেন, সার্বভৌমত্বের দাবির ভিত্তিতে আলফা স্বাধীনের সঙ্গে আলোচনা অসম্ভব। পরেশ বরুয়া সার্বভৌমত্বের দাবিতে যদি আলোচনায় আসেন তা হলে তা কখনও সম্ভব নয়, কেননা আমরাও সার্বভৌমত্ব রক্ষার শপথ নিয়েছি। তাই এই বিষয়ে কোনও আলোচনা হবে না। এই দাবি ছেড়ে অন্য বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসুন পরেশ। রাজ্যের মানুষ শান্তি চান। পরেশ বরুয়াও আলোচনায় বসতে আগ্রহী, বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এছাড়া রাজ্য প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কী কী পরামর্শ দিয়েছেন সাংবাদিকদের সঙ্গে সে-সবেরও কিছুটা বিনিময় করেছেন হিমন্তবিশ্ব। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে পরামর্শ দিয়েছেন, প্রতি সপ্তাহে দুটি জেলায় রাত কাটাবেন মুখ্যমন্ত্রী? এছাড়া একেকজন অভিভাবক মন্ত্রী সাতজন শাসক-বিরোধী বিধায়কদের সঙ্গে নিয়মিয় বৈঠক করবেন। সকলের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে প্রতি পনেরো দিন অন্তর সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁদের প্রতিবেদন জমা দেবেন অভিভাবক মন্ত্রীরা। তাছাড়া ক্যাবিনেট বৈঠকে আসার আগে মুখ্যসচিবের সঙ্গে সে-সব বিষয়ে জিরোআওয়ারে আলোচনা হবে। এতে প্রশাসন এবং উন্নয়নে গতি আসার পাশাপাশি স্বসতাও আসবে, প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত পরামর্শের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীআ।

হোজাই জেলার লংকায় উদালি আদর্শ হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসককে মারপিট প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মনে রাখতে হবে, অসমে একটি সরকার আছে। কোনও চিকিৎসককে মারপিটের ঘটনা কোনও অবস্থাতেই সহ্য করা হবে নায়। চিকিৎসককে আক্রমণ মানে নিজেকে আক্রমণ।" আরও খোলসা করে বলেন, "ঘটনার পরবর্তীতে যতটুকু ক্রিয়া হবে তার চেয়ে প্রতিক্রিয়া বেশি হবে।" বলেন, উদালি-কাণ্ডের বিষয়ে একমাসের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করা হবে এবং তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হবে ফাস্টট্র্যাক আদালতে।

চ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত পরীক্ষা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা বলেন, "দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা বা না-করা সম্পর্কে খুব শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নেবে শিক্ষা সংসদ। সিবিএসই বিকল্প মূল্যায়নের গাইডলাইনস জারি করেছে। এই গাইডলাইন অধ্যয়ন করে সিদ্ধান্ত নেবে অসম সরকার।" তবে উচ্চ শিক্ষার জন্য পরীক্ষার প্রয়োজন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কারবি আংলঙে শান্তি চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বলে জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চুক্তির দফাগুলি ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে। খুব শীঘ্র এই শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবে, জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কেও বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মির ওপর গুলি ছুঁড়েছে নাগা দুর্বৃত্তরা।

বিদ্যুতের টাওয়ার বসানোর কাজে গিয়ে নিহত শ্রমিকের পরিবারকে সাহায্যের দাবী

নিজস্ব প্রতিনিধি,শান্তিরবাজার, ৩ জুন।। শান্তির বাজার বিদ্যুৎ দপ্তরের অফিস সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যুতের টাওয়ার নির্মান কাজে নিযুক্ত শ্রমিক কাজ করতে গিয়ে মাটির ধ্বস পরে মৃত্যু হলো শ্রমিক মহেন্দ্র ত্রিপুরা। বয়স পয়ত্রিশের এই যুবক পিতৃমাতৃহীন সংসার। চার বোন ছাড়া আর কেও নেই মৃত শ্রমিক মহেন্দ্র ত্রিপুরার। বিলোনিয়া দক্ষিন সোনাইছড়ী এলাকার বাসিন্দা। ভাই মহেন্দ্র ত্রিপুরার মৃত্যুতে বোনেরা দিশাহারা। পিতা মাতার মৃত্যুর পর একমাত্র ছিল ভাই। বোনদের অভিযোগ, ভাইয়ের মৃত্যু দুদিন অতিক্রান্ত কিন্তু এখনো পর্যন্ত (চেন্নাই)এর টিমস ইন্ডিয়া টাওয়ার লাইন প্রাইভেট লিমিটেড এর কর্তৃপক্ষ সাহায্য থাক দুরের কথা দেখা করতে পর্যন্ত যায়নি বলে অভিযোগ। এমনকি টিমস ইন্ডিয়া টাওয়ার লাইন প্রাইভেট লিমিটেড এর বাবলু দাস, অবিনাশ দাস নামে ঠিকেদারের গাফিলতিতে মহেন্দ্র ত্রিপুরার মৃত্যু বলেও অভিযোগ উঠছে, কোন নিরাপত্তা ছাড়াই শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হত বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার দিন সকাল দশটা সময় যাওয়ার কথা ছিল টিমস ইন্ডিয়া টাওয়ার লাইন প্রাইভেট লিমিটেড এর কর্তৃপক্ষ কিন্তু যায়নি অভিযোগ তুললো মৃত মহেন্দ্র ত্রিপুরার আত্মীয়-স্বজনরা। এদিন শুধু মহেন্দ্র ত্রিপুরা না , অন্য শ্রমিকরা যদি সচেতন না থাকতো তাহলে তারও মাটির বাসে চাপা পড়ে মৃত্যু হতো।

দুই শিক্ষকের প্রয়াণে শোকের ছায়া উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩ জুন।। একই দিনে এক বর্তমান প্রধান শিক্ষক আরেক জন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে হারিয়ে শোকস্তব্ধ গোটা উদয়পুর। সংবাদে প্রকাশ উদয়পুর রমেশ স্কুলের ৮২-৮৪ ব্যাচের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হরিপদ মজুমদার ১৯৯৭ সালের ১লা জানুয়ারি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে উদয়পুর বালিকা বিদ্যালয় (ভগ্নি নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়) দিয়ে শিক্ষকতার কর্ম জীবন শুরু করে ২০০৬ সালে প্রধান শিক্ষক যোগ্যতা পরীক্ষায় সাফল্যের সাথে কৃতকার্য হয়ে উদয়পুর কিল্লা ব্লক অন্তর্গত জলেমা বাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ২০১৪ সালে উদয়পুর জামজুড়ি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং কৃতিত্বের সহিত বিদ্যালয়ে পরিচালনা করে জামজুড়ি এলাকার ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মন জয় করেন।

আজ সকালে অন্যান্য দিনের মতো নিজের তৈরি বাগান পরিচর্যা করার পর হঠাৎ কাঁশি দিয়ে রক্ত বমি শুরু করলে স্ত্রী দৌড়ে এসে নিকটবর্তী উদয়পুর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে উচ্চ রক্তচাপ জনিত কারণে নাক ও মুখ দিয়ে অস্বাভাবিক রক্ত ক্ষরণের কারনে কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থা বেগতিক খারাপ দেখে আগরতলা জি বি হাসপাতালে রেফার করেন এবং নিকট আত্মীয়রা আগরতলা নিয়ে যাওয়ার জন্য রওনা হয়ে যাওয়ার পর রাস্তায় গাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পরবর্তীতে মৃত দেহ খুপিলংস্থিত ওনার পৈতৃক বাড়িতে সংকার পারিবারিক রীতি মেনে সৎকরা করা হয়। যদিও ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার পর উদয়পুর ধ্বজনগরে নিজ বাড়িতে অবস্থান করতেন। উন একজন বিজ্ঞান প্রেমী শিক্ষক ছিলেন।ওনার মৃত্যুতে উদয়পুরে ছাত্র সমাজের বিরাট ক্ষতি হলো।মৃত্যু কালে উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে দশম শ্রেণীতে পাঠরত এক ছেলে ও সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত এক মেয়ে ও স্ত্রী সহ অনেক গুণমুগ্ধকে রেখে গেছেন।

অপর দিকে আজ সকালে হাপানিয়া টি এম সি কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘ রোগ ভোগের পর জামজুড়ি স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অসিত বরন রায় চৌধূরী (৭৪বৎসর) পরলোক গমন করেন। ওনার মৃত্যুতে উদয়পুর ছনবন মাস্টার পাড়া সহ গোটা উদয়পুরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রাক্তন অফিসারের ছেলেকে পিটিয়ে ঘায়েল করল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জুন।। ত্রিপুরা পুলিশের প্রাক্তন গোয়েন্দা বিভাগের সাব ইন্সপেক্টর এর ছেলে লেসন জমাতিয়া দুস্কৃতির দ্বারা আক্রান্ত। ঘটনা তেলিয়ামুড়া তেলিয়ামুড়া থানাধীন খামারবাড়ি এলাকায় বুধবার রাতের কোন এক সময়। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন খামারবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দশহরি জমাতিয়ার ছেলে আনুমানিক রাত আটটা পয়তাল্লিশ মিঃ নাগাদ কোনও একজন লোককে তার নিজের বাড়ির নিকটে এক প্রতিবেশির বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখান পৌঁছতেই রাতের আঁধারে কয়েকজন যুবক আচমকাই দশহরি জমাতিয়ার ছেলের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে আহত হয় দশহরি বাবুর যুবক ছেলে। ছেলের উপর আক্রমনের ঘটনা জানাতে গিয়ে দশহরি জমাতিয়া জানান যে, তার ছেলেকে মারধোর করার পর এলাকারই চৌধুরী ব্রজ জমাতিয়ার বাড়িতে নিয়ে তাকে জোর পুর্বক নেশাদ্রব্য ক্রয় করতে গিয়েছিল বলে শিকার করানোর চেষ্টা করাহ য়। ছেলেকে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করানোর পর তেলিয়ামুড়া থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি মামলা করেন দশহরি বাবু। যদিও তিনি অঅভিযুক্তদের নাম প্রকাশ্যে বলেননি তদন্তের সাপেক্ষে। এখন দশহরি বাবুর পরিবার প্রকৃত দোষীদের শাস্তি প্রদানের জন্য পুলিশের সুষ্ঠ তদন্তের অপেক্ষায় রয়েছেন।

পুলিশের

● প্রথম পাতার পর

নৃত্য চলছিল বাড়িতে। সেই অভিযোগ পেয়ে বিলোনিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক টহলরত এ.এস.আই স্বপন সেনকে নির্দেশ দেন ঘটনাটি দেখার, সেই মোতাবেক এ.এস.আই স্বপন সেন সহ কিছু পুলিশ ও টি.এস.আর বাহিনী বিলোনিয়া মন্ডল সহসভাপতি কিরণ বিশ্বাসের বাড়িতে যাওয়ার পরেই ধুন্ধুমার কান্ড বেঁধে যায়, জোরে মাইক বাজানো বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ এ.এস.আই স্বপন সেনকে মন্ডল সহ-সভাপতি কিরণ বিশ্বাস ও তার পরিবারের লোকেরা সহ বাড়িতে উপস্থিত কিছু উশৃংখল যুবক হঠাৎ আক্রমণ শুরু করে এ.এস.আই স্বপন সেনকে। এই আক্রমণে গুরতর আহত হয়ে এ.এস.আই স্বপন সেন প্রথমে বিলোনিয়া হাসপাতলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর গোমতী জেলা হাসপাতালে ১৪ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর বাড়িতে এসে বিলোনিয়া থানাতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। মামলা দায়ের করার পর অবশেষে পুলিশ প্রায় সাত থেকে আট মাস পরে একজনকে আটক করলেও, অন্য অভিযুক্তদের আটক করতে সাহস দেখাতে পারছে না। বড় মাপের নেতা হওয়ার সুবাদে। আইনের রক্ষকরা যেখানে নিরাপত্তা নেই , সেই আইন রক্ষকরা কি করে সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা দেবে এই নিয়ে গুঞ্জন রয়েছে জনগণের মধ্যে। পাশাপাশি আইনের রক্ষক দের মারধর করে পার পেয়ে যাচ্ছে একের পর এক অভিযুক্তরা তাহলে সাধারণ জনগণ কোথায় যাবে সেই বিষয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি শুধু পুলিশ নয় বিলোনিয়া মহকুমা জুড়ে একের পর এক সাংবাদিক আক্রান্ত , মামলার পরেও পুলিশ অভিযুক্তদের ধরতে সাহস দেখাতে পারছে না। অবশেষে এ.এস.আই স্বপন সেন নিগ্রহ কান্ডে অভিযুক্ত উদ্দীপন মজুমদার আটক হলেও দৃষ্টান্তমূলক সাজা পাবে কি এনিয়ে গুঞ্জন উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

টিএমসিতে

● প্রথম পাতার পর

স্ত্রী পিংকি সাহা দেবকে হাপানিয়া হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছিলেন। এতদিন চিকিৎসার পরও অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। বরং শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হতে থাকে তার।বৃহস্পতিবার সকালে পিংকির আত্মীয় পরিজনরা গিয়ে দেখেন তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন ওয়ার্ডের একটি বিছানায় ফেলে রাখা হয়েছে। তারা বিষয়টি দেখে হতভম্ব হয়ে পড়েন। ঘটনার বিষয়ে জানতে গেলে আনা হয় এক সেবিকাকে। এর মধ্যে ছুটে আসেন দুই ডাক্তারও। শুরু হয় তর্কাতর্কি। পরে একটা সময়ে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয় ডাক্তার ও নার্সরা।কর্তৃপক্ষ থেকে কোন সদওোর না পেয়ে হাসপাতাল ছেড়ে চলে আসে রোগিনী ও তার আত্মীয় পরিজনরা।

রয়েছে

● প্রথম পাতার পর

এদিকে মৃতের হার ১.০১ শতাংশ। নতুন করে ৫ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৫৩৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৩৩২ জন, দক্ষিণ জেলায় ৮২ জন, গোমতি জেলায় ৩৯ জন, ধলাই জেলায় ৬৫ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৫৪ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৪১ জন, উনকোটি জেলায় ৩৮ জন এবং খোয়াই জেলায় ২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

দুর্নীতি

● প্রথম পাতার পর

জায়গায় এই ড্রেইন নির্মামে আপত্তি জানিয়েছেন। এই বিষয়ে তিনি ব্লক আধিকারিক ও জেলা শাসকের নিকট লিখিত অভিযোগ জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

অবশেষে তিনি বাধ্যহয়ে সংবাদমাধ্যমের দারস্তহন। ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণ কুমার দাসের নামে আগেও বিভিন্ন অভিযোগ ছিলো। তিনি শাসকদলের কাছের লোক হবার সুবাদে প্রতিনিয়ত ব্লকের অর্থ নয়ছয় করেযাচ্ছে। এরইমধ্যে আজ পুনরায় কৃষ্ণ কুমার দাস ও আর পি এম দেবব্রত বর্মন মিলে সরকারি অর্থ নয় ছয়ের অভিযোগ উঠে আসলো। এখন দেখার বিষয় ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তে দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

লোকজনরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। করোণা কারফিউ চলাকালে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে বাড়ি ঘর থেকে বের না হওয়ার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হলেও অনেকেই তা মানছে না। এনিয়ে প্রতিদিনই কোনো না কোনো স্থানে নানা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

বালি

● প্রথম পাতার পর

২ নং ওয়ার্ডের মেম্বার জানান, জসিম মিয়া শাসকদলের দোয়াই দিয়ে অবিরাম বালি তুলে নিয়েয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদ করাতে এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারের ওপর আক্রমণ চালায়। নোয়াপাড়া ৫ নং ওয়ার্ডে যদি বালি মাফিয়া জসীম মিয়ার বিরুদ্ধে বর্তমান বিজেপি সরকার কোন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ না করে তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ইংল্যান্ডের কোচের দায়িত্ব ছেড়ে এবার বিগ ব্যাশে সিডনি থান্ডারের কোচ হচ্ছেন ট্রেভর বেইলিসই

সিডনি, ৩ জুন (হি.স) : ইংল্যান্ড জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব ছাড়ছেন ট্রেভর বেইলিসই। তিনি এবার নিজের দেশ অস্ট্রেলিয়ায় বিগ ব্যাশ লিগে সিডনি থান্ডার দলের কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন। বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন করিয়েছিলেন। এর আগে একবার নয়, দু-বার আইপিএলে কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন করার কৃতিত্বও তাঁর।

৫৮ বছর বয়সী অজি কোচের বায়োডেটা সবথেকে ঝকঝকে। আইপিএল, বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি বিগ ব্যাশ লিগও জিতেছেন। একদশক আগে বিগ ব্যাশ শুরুর মরশুমেই সিডনি সিক্সার্সকে জেতান তিনি। ২০০৪ থেকে ২০০৭-এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ক্রিকেটে নিউ সাউথ ওয়েলশ দলের কোচ হিসেবে শেফিল্ড শিল্ড এবং একদিনের খেতাব জেতেন তিনি। ট্রেভর বেইলিসের বর্তমান দল সিডনি থান্ডার ২০১৬ সালে শেষবার বিগব্যাশ লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তারপর টানা তিনবার বিগব্যাশের ফাইনালে উঠতে পারেনি। গত মরশুমে ফাইনালে উঠলেও রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল থান্ডারকে।

থান্ডার দলে শ্যেন বন্ডের স্থলভিষিক্ত হচ্ছেন তিনি। গত এপ্রিলেই যিনি পারিবারিক কারণে কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে ফিরতে পেরে বেইলিস জানিয়েছেন, "ঘরে ফিরতে পেরে এবং নিউ সাউথ ওয়েলশে কোচিংয়ের দায়িত্ব পেয়ে ভালো লাগছে। গত কয়েক মরশুম ধরেই থান্ডার দারুণ পারফর্ম করে চলেছে। আশা করি এবারের গ্রীষ্মে আমরা আরো দু-এক ধাপ এগোতে পারব।" এদিকে বিগ ব্যাশে মেলবোর্ন রেনেগ্রাডস দলের কোচের দায়িত্বে এলেন ডেভিড সাকের। অস্ট্রেলিয়া, শ্রীলঙ্কা এবং ইংল্যান্ডের জাতীয় দলের বোলিং কোচ হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে সাকেরের। তাঁকে নিয়ে আসা হল মাইকেল ক্লিনগারের জায়গায়। যার কোচিংয়ে মেলবোর্ন গত দুই মরশুমে শেষ স্থানে ফিনিশ করেছে। মাইকেল ক্লিনগার নিউ সাউথ ওয়েলশ ক্রিকেটে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন।

ইংল্যান্ডে পৌঁছল ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট দল

লন্ডন, ৩ জুন (হি.স) : প্রত্যাশামতো ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেট দল পা রাখল ইংল্যান্ডের মাটিতে। বুধবার রাতে মুম্বই থেকে আইসিসির পাঠানো চার্টার্ড ফ্লাইটে বিরাট-মিতালিরা রওনা দেন ইংল্যান্ডের উদ্দেশে। কোভিড বিধি মেনেই এদিন ইংল্যান্ডের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে দুই দল। তার আগে ১০ দিন মুম্বইয়ে টিম হোটেলে কোয়ারেন্টাইনে কাটায় দুই দল। এদিন ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটনের মাঠে সেলফি তুলে পোস্ট করলেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ঋদ্ধিমান সাহা।

ইতিমধ্যেই বিসিসিআই ক্রিকেটারদের পরিবার নিয়ে ইংল্যান্ডে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এদিন ইংল্যান্ডের মাটিতে পা রেখেই কোয়ারেন্টাইনে কোভিড সুরক্ষা বলয়ে ঢুকে পড়ে ভারতীয় দল। ১০ দিন কোভিড সুরক্ষা বলয়ে থাকার পর অনুশীলনে নামবে ভারতীয় দল।

প্রসঙ্গত, ইংল্যান্ডে লম্বা সফর রয়েছে বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের। ১৮ জুন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার পর। ৪ জুলাই থেকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপের মেগা ফাইনালের জন্য ইতিমধ্যেই নিউজিল্যান্ড দল ইংল্যান্ডে পৌঁছে গিয়েছে। অন্যদিকে ঝুলন গোস্বামীরা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি টেস্ট, তিনটি একদিনের ও তিনটি টি-২০ ম্যাচ খেলবেন।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি ম্যাচে ওয়েলসকে হারাল ফ্রান্স

নিস, ৩ জুন (হি.স) : দীর্ঘ ছ"বছর পর ফ্রান্সের জাতীয় দলে ফিরে চমকে দিলেন করিম বেঞ্জেমা। ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের আগে নিসে বুধবার রাতে প্রস্তুতি ম্যাচে ৩-০ গোলে জিতেছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। পুরো ম্যাচে খেলে একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করলেন। দল ওয়েলসকে হারাল ৩-০ ব্যবধানে। ফ্রান্সের হয়ে গোলগুলি করেন কিলিয়ান এমবাপে, আঁতোয়া গ্রিজম্যান এবং ওসুমানে ডেম্বেলে। গোলমুখী বল হাত দিয়ে আটকানোয় ২৭ মিনিটেই লাল কার্ড দেখেন ওয়েলসের নেকো উইলিয়ামস। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন বেঞ্জেমা। তার কিছুক্ষণ পরেই ফ্রান্সকে এগিয়ে দেন এমবাপে। পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে বাঁ পায়ে বাঁকানো শটে দ্বিতীয় গোল গ্রিজম্যানের। ৭৯ মিনিটে বেঞ্জেমার শট বিপক্ষ গোলরক্ষক আটকে দিলে ফিরতি বলে গোল করেন ডেম্বেলে। বেঞ্জেমার মতোই জার্মান দলের হয়ে প্রত্যাবর্তন হল থমাস মুলার এবং ম্যাটস হুমেলসের। দু"জনকেই ২০১৯ সালে দল থেকে ছেঁটে ফেলেছিলেন কোচ ওয়াকিম লো। কিন্তু তাঁর উপর চাপ বাড়তে থাকায় বাধ্য হয়ে ইউরো কাপের দলে ফিরিয়েছেন। জার্মানি বুধবার আটকে গেল ডেনমার্কের কাছে। বুকায়ো সাকার গোলে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড জিতেছে ঠিকই, কিন্তু চোট পেয়ে ইউরোর আগে চিন্তা বাড়ালেন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার আর্নল্ড।

লর্ডসে অভিষেক টেস্টে সৌরভের রেকর্ড ভাঙলেন ডেভেন কনওয়ে

লন্ডন, ৩ জুন (হি.স) :২৫ বছর পর ভেঙে গেল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের রেকর্ড। অভিষেক টেস্টে লর্ডসে সৌরভের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভাঙলেন কিউয়ি ব্যাটসম্যান ডেভেন কনওয়ে। ইংল্যান্ড-নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিনেই সৌরভকে ছাপিয়ে নতুন রেকর্ড গড়েন বাঁ-হাতি কিউয়ি ওপেনার। কনওয়ের দুরন্ত সেঞ্চুরিতে ভর করে দিনের শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৪৬ রান তুলেছেন নিউজিল্যান্ড। দিনের শেষে ১৩৬ রানে অপরাজিত থাকেন কনওয়ে।

কিউয়ি ইনিংসের ৮৩ তম ওভারে সৌরভের ১৩১ রানের রেকর্ড টপকে যান কনওয়ে। এতদিন ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে টেস্ট অভিষেকে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ছিল সৌরভের দখলে। ১৯৯৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে স্বপ্নের টেস্ট অভিষেক হয়েছিল এক বঙ্গ সন্তানের। ২৫ বছর ধরে লর্ডসে টেস্ট অভিষেকে সৌরভই ছিলেন ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের অধিকারী। কিন্তু বুধবার সৌরভকে টপকে নতুন রেকর্ড গড়লেন ২৯ বছরের কিউয়ি ব্যাটসম্যান।

লর্ডসে টেস্ট অভিষেকে সৌরভের ১৩১ রান এসেছিল ৩০১ বলে। ২০টি বাউন্ডারি হাঁকিয়েছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। আর বুধবার ১৩৬ রানের অপরাজিত ইনিংসে ১৬টি বাউন্ডারি হাঁকান কনওয়ে। কিউয়ি ওপেনার খেলেছেন ২৪০টি ডেলিভারি। কেন উইলিয়ামসন ও রস টেলর দ্রুত প্যাভিলিয়নে ফিরলেও দলকে একাই টানেন কনওয়ে। ১৬৩ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি। ওলি রবিনসনের ডেলিভারি বাউন্ডারিতে পাঠিয়ে সেঞ্চুরিতে পৌঁছন কনওয়ে। সেঞ্চুরিতে পৌঁছতে ১১টি বাউন্ডারি মারেন বাঁ-হাতি কিউয়ি ওপেনার।

সুস্থ হয়ে কোর্টে ফিরে এসো, চোটগ্রস্ত মারিনের উদ্দেশ্যে বার্তা সিন্ধুর

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): চোটগ্রস্ত ক্যারোলিনা মারিনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করলেন ভারতের পিভি সিন্ধু। মারিনের দ্রুত আরোগ্য কামনা করে এক বিশেষ ভিডিয়ো আপলোড করেন ভারতীয় শাটলার। সেই ভিডিয়ো বার্তায় সিন্ধু জানান, 'তোমার চোটের খবর শুনে আমি খুবই দুঃখিত। আশা করছি তুমি শীঘ্রই সুস্থ এবং আরও শক্তিশালী হয়ে দ্রুতই কোর্টে ফিরবে।'বিশ্বের প্রাক্তন এই এক নম্বর ব্যাডমিন্টন তারকা ক্যারোলিনা মারিনের কাছে হেরেই রিও অলিম্পিক্সে সোনা জয়ের স্বপ্ন চুরমার হয়েছিল সিন্ধুর। তবে সেই কথা স্মরণ করে তিক্ততার পরিবর্তে মারিনকে মিস করবেন বলেই জানান এই বছর অলিম্পিক্স সিঙ্গলসে অংশগ্রহণকারী ভারতের একমাত্র মহিলা শাটলার। বরং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর ফেরার অধীর আগ্রহে রয়েছেন সিন্ধু। এসো।' মারিনের উদ্দেশ্যে সিন্ধু আরও বলেন, 'শেষবারের অলিম্পিক্স ফাইনালে আমাদের ম্যাচের কথা আমার ভালভাবে মনে আছে। সেই কথা মনে করেই বলব তোমার সঙ্গে কোর্টে প্রতিদ্বন্দ্বীতা আমি ভীষণভাবে মিস করব। তবে আশা রাখছি শীঘ্রই আবার কোর্টে আমাদের দেখা হবে। তাই তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে কোর্টে ফিরে এসো । উল্লেখ্য, চোটের কবলে পড়ে গতবারের রিও অলিম্পিক্সে ব্যাডমিন্টনের সোনার মেডেল জয়ী ক্যারোলিনা মারিন এ বছরের টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। ট্রেনিংয়ের সময় হাঁটুর লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ায় অস্ত্রোপ্রচার করতে হবে মারিনের। ফলে টোকিও অলিম্পিক্সে দেখা যাবে না এই স্প্যানিশ শাটলারকে।

অলিম্পিকের আগে সমস্ত প্রতিযোগী ও সাপোর্ট স্টাফকে ভ্যাকসিন দেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): আসন্ন টোকিও অলিম্পিকের সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার এবিষয়ে অলিম্পিক কমিটির আধিতিরদের সঙ্গে বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী। ওই বৈঠকে অলিম্পিকের আগে সমস্ত প্রতিযোগী এবং তাঁদের সাপোর্ট স্টাফকে ভ্যাকসিন দেওয়ার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। পরবর্তীতে টুইট করে বৈঠকের ব্যাপারে জানালেন খোদ প্রধানমন্ত্রীই।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, এদিন আধিকারিকরা মোদীর সামনে একাধিক বিষয়ে প্রেজেন্টেশনও রাখেন। তাতে প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়, টোকিও অলিম্পিকে ১১টি ইভেন্টে ১০০ জন ভারতীয় অ্যাথলিট যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এছাড়া আরও ২৫ জন জুন মাস শেষ হওয়ার আগেই যোগ্যতা অর্জন করবেন। প্যারা অ্যাথলিটদের মধ্যে ২৬ জন ইতিমধ্যে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। এছাড়া আরও ১৬ জন যোগ্যতা অর্জন করবেন। এরপরই প্রধানমন্ত্রী ওই সমস্ত অ্যাথলিট এবং তাঁদের সাপোর্ট স্টাফদের যত দ্রুত সম্ভব ভ্যাকসিন দেওয়ার নির্দেশ দেন। এখানেই শেষ নয়, প্রতিযোগীদের মনোবল বাড়াতে জুলাই মাসে তাঁদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে কথা বলবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া, অলিম্পিক চলাকালীন প্রতিযোগীরা যাতে তাঁদের বাড়ির লোকের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারেন, সেজন্য বিশেষ ভিডিও কনফারেন্সের ব্যবস্থাও করা হবে বলে খবর।

এদিকে, বৈঠকে অলিম্পিকে ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের যোগদান প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির একেবারে হৃদয়ে খেলাধূলার অবস্থান। দেশের তরুণ প্রজন্ম খেলাধূলার সংস্কৃতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীদের সঙ্গে ১৩৫ কোটি ভারতবাসীর শুভেচ্ছা রয়েছে। ভ্যাকসিনেশন থেকে শুরু করে উন্নত ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি- জরুরিভিত্তিতে প্রতিযোগীদের জন্য এই সবকিছুর ব্যবস্থা করা হবে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে এঁরা যত ভাল পারফর্ম করবেন, তত অন্যরাও উদ্বুদ্ধ হবেন। অলিম্পিক প্রতিযোগীদের মনোবল বাড়াতে জুলাইয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলব। গোটা দেশ যে তাঁদের সমর্থনে রয়েছে, সেকথা জানাব।"

Executive Engineer, Kumarghat Division. PWD(R&B)» Kumarghat, unakoti Tripura. invites e-tender against Press NIe-T No 02/EE/KD/2021-22 Dated:-02.06.2021
For "Construction of RCC Bridge (Length- 140 m) over river Manu on Sonaimuri -Telia Road (Job No - TP/COM/252/08-09/ Balance Work." (3rd Call)
With Estimated cost: Rs.4, 32, 53, 508.00.00 Earnest Money : Rs.4, 32, 535.00
Time of Completion - 24 (twenty-Four) months .
Last Date of bidding for bids: 02-07-2021 up to 15.00Hrs.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

(Er.Usha Rn Das)
Executive Engineer
Kumarghat Division, PWD (R&B)
Kumarghat Unakoti Tripura

ICA-C-854/2021-22

ফরাসি ওপেনে দ্বিতীয় রাউন্ডে নাদাল, অন্য ম্যাচে ফেডেরারও

প্যারিস, ৩ জুন (হি.স) : এবার ফরাসি ওপেনে বৃহস্পতিবার ৩৫ তম জন্মদিনে দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে নামছেন রাফায়েল নাদাল। ফ্রান্সের রিচার্ড গ্যাসকুয়েটের বিরুদ্ধে প্রথম নৈশালোকে ম্যাচ খেলবেন ফরাসি ওপেনের রাজা। তবে প্যারিস জুড়ে প্রশাসনের তরফ থেকে কোভিড উদ্বেগে ফের কারফিউ জারি করা হয়েছে। ফলে জন্মদিনে ফাঁকা গ্যালারির সামনেই দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ খেলতে হবে স্প্যানিশ মায়েস্ত্রোকে। যদিও এর আগে ১৬ বারের সাক্ষাতে প্রত্যেকবারই ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নেওয়া নাদালের পক্ষে দ্বিতীয় রাউন্ডে খুব একটা কঠিন হবে বলে মনে হয় না। আবার দ্বিতীয় রাউন্ডে এদিন কঠিন পরীক্ষার সামনে রজার ফেডেরার। ২০১৪ যুক্তরাষ্ট্র ওপেন জয়ী ক্রোয়েশিয়ার মারিন চিলিচের মুখোমুখি ফেডেরার। যদিও ফরাসি ওপেনে কোয়ার্টয়ারের গন্ডি কখনও রাপ করতে পারেন নি চিলিচ।

এদিকে করোনার সংক্রমণে পুরুষ বিভাগে এক ডাবলস জুটি মারণ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁদের টুর্নামেন্ট থেকে সরাতে বাধ্য হল আয়োজকরা। দু'জনকে আপাতত কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে। ফরাসি ওপেন এক বিবৃতিতে লিখেছে,'রোলাঁ গারো টুর্নামেন্টের আয়োজকরা পুরুষ ডাবলসের দুই প্লেয়ারের করোনা আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করছে।

PIiTe-T No. 13/EE/DWS/0/2021-22 Dt. 28/05/2021

(1) DNIe-T No_138/EE/DWS/KD/2021-22
(2) DNIe-T No_139/EE/DWS/KD/2021-22
(3) DNIe-T No_140/EE/DWS/KD/2021-22
(4) DNIe-T No_141/EE/DWS/KD/2021-22
(5) DNIe-T No_142/EE/DWS/KD/2021-22
(6) DN1e-T No_143/EE/DWS/KD/2021-22
(7) DNIe-T No_144/EE/DWS/KD/2021-22
(8) DNIe-T No_145/EE/DWS/KD/2021-22
(9) DNIe-T No_146/EE/DWS/KD/2021-22
(10) DNIe-T No_147/EE/DWS/RD/2021-22
(11) DNIe-T No_148/EE/DWS/KD/2021-22
(12) DNIe-T No_149/EE/DWS/KD/2021-22
(13) DNIe-T No_150/EE/DWS/KD/2021-22
(14) DNIe-T No_151/EE/DWS/KD/2021-22
(15) DNIe-T No_152/EE/DWS/KD/2021-22
(16) DNIe-T No_153/EE/DWS/KD/2021-22
(17) DNIe-T No_154/EE/DWS/KD/2021-22
(18) DNIe-T No_155/EE/DWS/KD/2021-22
(19) DNIe-T No_156/EE/DWS/KD/2021-22
(20) DNIe-T No_157/EE/DWS/KD/2021-22
(21) DNIe-T No_158/EE/DWS/KD/2021-22
(22) DNIe-T No_159/SEMWS/KD/2021-22
(23) DNIe-T No_160/EE/DWSVKD/2021-22
(24) DNIe-T No_161/EE/DWS/KD/2021-22
(25) DNIe-T No_162/EE/DWS/KD/2021-22
(26) DNIe-T No_163/EE/DWS/KD/2021-22
(27) DNIe-T No_164/EE/DWS/KD/2021-22
(28) DN1e-T No_165/EE/DWS/KD/2021-22

Period of downloading of biding documents at :- **05/05/2021** to **25/06/2021**
Deadline for online Bidding :- **25/06/2021** up to 15.00 Hours
Date & Time of opening Bid :- **28/06/2021** up to 12.00 Hours
Place of opening of Bid(s) :- 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Kumarghat
For details please contact to the office of the undersigned.
For details please visit-www.tripuratenders.gov.in

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
Executive Engineer,
DWS Division, Kumarghat,
Unakoti Tripura,

ICA-C-858/2021-22

PRESS NOTICE INVITING SHORT TENDER NO:- 08/AGRI/EE(WEST)/2021-22

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (west), Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of Tripura, Agartala, West Tripurz invites separate sealed percentage rate for short tender from the Central & State Public Sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors of appropriate clas! registered with PWD/TTAADC/CPWD/RAILWAY/OTHER up to 3.00PM on 11/06/2021 for the following work :-

Sl. No	DNIT NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Tender fee	Last date of Application	Last date for issue of Tender Form	Date of Dropping	Date & Time of Opening	Place of sale of Tender Documents.
1	DNIT NO. - 03/AGRI/EE(W)/2021-22	Rs. 2,25,612.00	Rs. 2,256.00	15(Fifteen) Days.	Rs.1,000.00	08/06/2021	09/06/2021 upto 4.00PM	11/06/2021 Up to 3.00PM	14/06/2021 At 3.00PM (if possible)	Office of the Executive Engineer (west), Agartala.

Interested bidders / Tenderers may visit the 0/o the Executive Engineer (West) , Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala for details of Tender .

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.
(Er. Nikhil Roy)
Executive Engineer(West)
Department of Agriculture &FW
Tripura, Agartala

ICA-C-856/2021-22

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মাতাবাড়ি ব্লকের পিএমএওয়াই(জি) অপেক্ষমান (Annexure-C) তালিকাভুক্ত নিম্নলিখিত সুবিধাভোগীদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে বিভিন্ন গ্রাম সভার তদন্তের সময় আপনাদের এলাকায় খুজে পাওয়া যায়নি। অতএব আপনারা যদি পিএমএওয়াই (জি) ঘর পেতে ইচ্ছুক হন তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে যথাযথ প্রমাণপত্র সহ ব্লকে অথবা নিজ নিজ পঞ্চায়েতে/যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে। অন্যথায় উক্ত নামগুলি তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। অপেক্ষমান তালিকা অনুযায়ী সুবিধাভোগীদের নাম নিম্নে দেওয়া হলঃ-

Name of GP/VC	PMAY-ID	Beneficiary Name	Father / Husband Name
Dakshin Maharani	TR1009980	SURAN KUMAR JAMATIA	NANDA HARI JAMATIA
	TR1079464	RABI KANTA JAMATIA	RABINDRA MOHAN JAMATIA
Gamaria (ADC)	TR1100402	BUDHA	....
	TR1100429	BRAJENDRA SHABDAKAR	UPINDRA SHABDAKAR
	TR1001073	RAJESH JAMATIA	KARNA HARI JAMATIA
	TR1007623	BIJAY JAMATIA	KAKRA JAMATIA
	TR1019658	NIREN JAMATIA	....
	TR1059988	RADHA KUMAR JAMATIA	ARAN KUMAR JAMATIA
	TR1100403	CHANDRA KISHOR JAMATIYA	BISHNU BHAKTA JAMATIYA
	TR1102360	DHARAN JAMATIA	DHARANI KUMAR JAMATIA
	TR1100400	JARURI KRISHNO JAMATIYA	PANCHA HARI JAMATIYA
Matabari	TR1071703	LITAN MAJUMDER	SUNIL MAJUMDER
	TR1059472	NARAYAN NAMA	SHRI DAS NAMA
Pitra	TR1028973	ARATI BALA SARKAR DAS	SUBODH SARKAR
	TR1064146	LAXMI_RANI	....
	TR1105441	KALA MIAH	NOYAB ALI MIAH
Purba Chandrapur RF	TR1040689	SIMANJAY REANG	HAMRUKHA REANG
	TR1069469	SHYAMALA MARAK	TAJENDRA MARAK
	TR1010363	JAHALAL REANG	MADICHANDRA REANG
	TR1055596	UDAYRAY REANG	JANIRAM REANG
	TR1055652	DHARMAJOY REANG	KARMA JOY REANG
Purba Dakshin Maharani	TR1059946	NAITHOK ROY REANG	DHNAY RAM REANG
	TR1062454	ANANDA GOSAI JAMATIA	MISTA HARI JAMATIA
	TR1106535	SADMA JOY REANG	TELIUM REANG
	TR1010385	BAISA	....
	TR1010386	JOYRAM	....
	TR1020491	RANA	....
	TR1023371	SAMBHUTI REANG	PUDA RAM REANG
	TR1033074	FUL_BATI	....
	TR1033077	AHIRAM	....
	TR1039923	RAM	....
	TR1085471	PATIU	....
Rajnagar	TR1058076	SHEFALI MAJUMDER	RAJENDRA KUMAR DEY
	TR1066851	JAFAR MIAH	NITAI MAJUMDER
	TR1071655	PUTUL RANI DEY	RAMESH CHANDRA DEY
	TR1073516	JARIMA BIBI	RAMJAN ALI
	TR1069325	PUTUL DEBNATH	JATINDRA DEBNATH
Purba Garjeechurra	TR1014347	TILAKA MARAK	JARENDRA MARAK
Uttar Maharani	TR1083677	HASEM	....
	TR1014509	PRIA	....
	TR1014940	MALEKA	....
	TR1028665	SUPIA	....
	TR1036687	JANMABAHADUR JAMATIA	GOBINDA BAHADUR
	TR1046539	SHISU MIA	ALACH MIA
	TR1046532	ABU_KALAM	....
Uttar Maharani	TR1046595	NAHIR	....
	TR1046698	MOKTA	....
	TR1049991	HASAN	....
	TR1053468	HANIF	....
	TR1053469	KHALAK	....
	TR1053471	SUNIL SARKAR	DHIRENDRA SARKAR
	TR1054754	UDO	....
	TR1078785	TAPIJUL MIA	....
	TR1085390	SABI BIBI	HABIL MIA
	TR1085519	RASID	....
	TR1092887	JORMILA	....
Brahmmachurra	TR1029986	GOURI DAS	BIRENDRA DAS
	TR1047810	SUBAL	....
	TR1017541	CHAN	....
Paratia	TR1026880	SHYAMAL MARAK	NANTU MARAK
Purba Magpuskarini (ADC)	TR1077286	DATI ROY REANG	DUKHA CHARAN REANG

ICA-D-253/2021-22

স্বাক্ষরঃ অস্পষ্ট
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
মাতাবাড়ি আর ডি ব্লক

সিবিএসই ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি নিজস্ব।

আচমকাই সিবিএসই পড়ুয়া ও অভিভাবকদের বৈঠকে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী, যোগ দিলেন আলোচনায়

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): দু'দিন আগেই বাতিল হয়েছে এবছরের সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা। এর পরই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক সিবিএসই পড়ুয়া ও অভিভাবকদের একটি বৈঠক ডাকেন। বৃহস্পতিবার আচমকাই সেই বৈঠকে যোগ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন শুধু বৈঠকে যোগ দেওয়া নয়, বৈঠকে উপস্থিত অভিভাবকদের সঙ্গে কথাওবলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁদের সব বক্তব্য ও উদ্বেগের কথা মন দিয়ে শোনেন তিনি। পরীক্ষা বাতিল হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর বার্তা পেয়ে উচ্ছ্বসিত পড়ুয়ারা।

চলতি বছরের মাঝামাঝি থেকে ফের দেশজুড়ে চোখ রাঙাচ্ছে করোনা সংক্রমণ। কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ সামাল দিতে কার্যত নাকানিচোবানি খাচ্ছেন সকলে। বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়দের তুলনায় এবার বেশিমাত্রায় আক্রান্ত হচ্ছেন তরুণ প্রজন্ম। সংক্রমণ রুখতে স্কুল-কলেজে তালা ঝুলছে। পরিস্থিতির কথায় মাথায় রেখেই আগেই দশম শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা বাতিল করার পথে হেঁটেছিল বোর্ড। এর পর দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে গত ১ জুন একটি বৈঠকে বসেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ছাড়া ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, পরিবেশ মন্ত্রী প্রকাশ জাওড়েকর ও সিবিএসই-র সভাপতি মনোজ আহুজা। ওই বৈঠকেই পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সিবিএসই ও আইসিএসই পরীক্ষা বাতিল হওয়ার পর একই পথ অবলম্বন করে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা বাতিল করেছে একাধিক রাজ্য সরকার। মোট ৭ রাজ্য এ পর্যন্ত বোর্ড পরীক্ষা বাতিল করেছে বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্যেও মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে কি না তা নিয়ে ধোঁয়াশা দেখা গিয়েছে। কারণ, পূর্ব নির্ধারিত সাংবাদিক বৈঠক স্থগিত করে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে রাজ্য সরকার। তাদের সিদ্ধান্তের ওপরই ঝুলে রয়েছে রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের ভবিষ্যত। যদি পরীক্ষা না হয়, তাহলে কীভাবে মূল্যায়ন হবে, সে বিষয়েও রিপোর্ট জমা দেবে এই বিশেষজ্ঞ কমিটি।

ভারত সহ অন্যান্য ভ্যাকসিন সরবারহের মার্কিন উদ্যোগকে প্রশংসা করলেন মোদী

ওয়াশিংটন, ৩ জুন (হি.স) : মার্কিন করোনার ভ্যাকসিন কো-ভ্যাক্স ভারত সহ বিশ্বজুড়ে বন্টন করার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সঙ্গে টেলিফোনে বার্তালাপ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে বিশ্বজুড়ে আড়াই কোটি করোনা ভ্যাকসিন কো-ভ্যাক্স ভারতসহ অন্যান্য দেশে বন্টন করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক টুইট বার্তায় ভাইস প্রেসিডেন্টকে লিখেছেন, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে করোনা ভ্যাকসিন সরবরাহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

প্রসঙ্গত, বিশ্বজুড়ে করোনা মহামারী সংক্রমণ ঠেকাতে এবার মার্কিন মুলুক থেকে গোটা বিশ্বে ৮ কোটি ভ্যাকসিন বিভিন্ন দেশে সরবরাহ করার কথা ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এর প্রথম পর্যায় আড়াই কোটি ভ্যাকসিন ভারতসহ বিভিন্ন দেশে পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিন হোয়াইট হাউজের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, মার্কিন ভ্যাকসিন কো-ভ্যাক্স তাদের উৎপাদনের ৭৫-র মধ্যে এই মুহূর্তে২৫ বিশ্বজুড়ে বন্টন করা হবে। এরমধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ ভ্যাকসিন দক্ষিণ এবং সেন্ট্রাল আমেরিকার ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, কোস্টারিকা, ইকুয়েডর, পেরু, প্যারাগুয়ে, বলভিয়া, গুয়েতমালা, হুন্ডাস, পানামায় সরবরাহ করা হবে। আর প্রায় ৭০ লক্ষ ভ্যাকসিন এশিয়া মহাদেশের ভারত, নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া, ফিলিপিনস, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, তাইওয়ান, দেশে পাঠানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

লোকনাথ ঠাকুরে তিরোধীন দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির কারণে মন্দির-মসজিদ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভক্ত সাধারণের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে। সেকারণে বাবা লোকনাথ ঠাকুরের তিরোধান দিবসও নিয়ম রক্ষার্থেই বৃহস্পতিবার পালিত হয়েছে।

কোভীড পরিস্থিতিতেও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বৃহস্পতিবার রাজধানী আগরতলা শহরে লোকনাথ মন্দিরে লোকনাথ বাবার ১৩১ তম তিরোধান দিবস উদযাপন করা হয়। বুধবার রাতে অধিবাসের পর বৃহস্পতিবার সকালে হয় ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান। তবে এই বছর করুণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে কোন ভক্তকে মন্দিরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।মন্দিরের প্রবেশ দ্বার ভক্তদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। বাইরে থেকে ভক্তরা মন্দির দর্শন করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে করোণা মহামারীর কারণে নিয়ম রক্ষার্থে লোকনাথ বাবার ১৩১ তম তিরোধান দিবস পালন করা হয়েছে। অন্যান্য বছর মহা ধুমধামে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হলেও এ বছর দেওয়া হয়নি কোন প্রসাদ।

কেবল মাত্র লোকনাথ মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে রাজধানীর চন্দ্রপুর , মোটরস্ট্যান্ড , বটতলা, আই জি এম চৌমুহনী ও রাধানগরে খিচুড়ি প্রসাদ প্রদান করা হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই এই প্রসাদ প্রদান করা হয় বলে জানান মন্দির কমিটির সম্পাদক ।আগামী বছর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে মহা ধুমধামে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মহাপ্রয়াণ দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হবে বলে জানিয়েছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ।

মালয়েশিয়ার আকাশে ঢুকে পড়ল চিনা যুদ্ধবিমান, প্রতিবাদ

কুয়ালালামপুর, ৩ জুন (হি.স.): মালয়েশিয়ার আকাশসীমায় অনুপ্রবেশ করল চিনা যুদ্ধবিমান। এই ঘটনায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে চিনা রাষ্ট্রদূতকে সমন পাঠিয়েছে কুয়ালালামপুর। যদিও, চিনের পালটা দাবি যে তাদের বিমানগুলি আন্তর্জাতিক আইন মেনেই ওই অঞ্চলে পাড়ি দিয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার মালয়েশিয়ার সারাওয়াক প্রদেশের উপকূলে অনুপ্রবেশ করে চিনা ফৌজের ১৬টি বিমান। বিষয়টি রাডারে ধরা পড়তেই যুদ্ধবিমান পাঠায় মালয়েশিয়ার সেনাবাহিনী। মালয়েশিয়ার বায়ুসেনা জানিয়েছে, যুদ্ধের সময় কৌশলে আকাশে প্রায় ২৭ হাজার ফুট উঁচুতে উড়ছিল চিনা বিমানগুলি। বোর্নিও দ্বীপের সারাওয়াক প্রদেশ থেকে তাদের দূরত্ব ছিল মাত্র ১১০ কিলোমিটার। যা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। মালয়েশিয়ার বিদেশমন্ত্রী হিশামমুদ্দিন হোসেন বলেন, "আমাদের সীমানায় প্রবেশ করে চিনা বিমানগুলি। কোনও দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকা মানে এই নয় যে আমরা দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে আপোস করব। এই ঘটনায় আমরা চিনের রাষ্ট্রদূতের কাছে জবাব তলব করেছি।" লালফৌজের বিমানের অনুপ্রবেশ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দেশটির বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে সাফ জানিয়েছে, 'এহেন ঘটনায় দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি বড়সড় বিপদ।' যদিও, চিনের পালটা দাবি যে তাদের বিমানগুলি আন্তর্জাতিক আইন মেনেই ওই অঞ্চলে পাড়ি দিয়েছে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণ চিন সাগরের প্রায় ৯০ শতাংশ নিজেদের বলে দাবি করে চিন। ফলে ইতিমধ্যেই আমেরিকা, জাপান, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন্স, মালয়েশিয়া-সহ একাধিক দেশের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে বেজিং। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই সাগর দিয়েই প্রতিবছর ৩ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয়। ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে এই রুটটি অত্যন্ত লাভজনক।

কারফিউ চলাকালীন আগরতলায় নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহরের অন্যতম বনেদি স্কুল নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন করোনা কারফিউ চলাকালীন দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে।করোণা কারফিউ চলাকালে রাজধানীর নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনে চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। রাতের অন্ধকারে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন বিদ্যুতের ওয়ারিং কেটে তার সহ অন্যান্য বৈদ্যুতিক সামগ্রী চুরি করে নিয়ে গেছে। এছাড়া স্টিলের দরজা খুলে নিয়ে গেছে। এছাড়া বাথরুমের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি হয়ে গেছে। এ বিষয়ে আগরতলা পশ্চিম থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ দিব্যেন্দু বিকাশ রায় জানান এর আগেও বেশ কয়েকবার নেতাজি স্কুলের এতক্ষণের চুরির ঘটনা ঘটেছে।পরপর এসব চুরির ঘটনা ঘটে পুলিশ এখনো পর্যন্ত চুরির ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার কিংবা চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। নেতাজি স্কুলের রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। একটি দুষ্ট চক্র এই ধরনের কাজকর্মে জড়িত বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বাড়িতে বসে ১৫ মিনিটেই করোনা পরীক্ষা, বাণিজ্যিকভাবে উদ্বোধন হল নয়া টেস্ট কিটের

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স.): বাজারে এল করোনা পরীক্ষার নতুন টেস্ট কিট।এবার থেকে বাড়িতে বসে ১৫ মিনিটেই জানা যাবে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট। বৃহস্পতিবার বাণিজ্যিকভাবে এই করোনা পরীক্ষার কিটের উদ্বোধন হয়ে গেল। দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন ওষুধের দোকানে এই কিট পাওয়া যাবে।

দেশীয় পদ্ধতিতে দ্রুত করোনা পরীক্ষার কিট বাজারে এসে গেল। এই পদ্ধতিতে মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে করোনা পরীক্ষার রিপোর্ট চলে আসবে। বৃহস্পতিবার বাণিজ্যিকভাবে এই করোনা পরীক্ষার কিটের উদ্বোধন হল। এদিন উৎপাদনকারী সংস্থা মাইল্যাব ডিসকভারি সলিউশনের তরফে জানানো হয়েছে, দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি করোনা পরীক্ষার নতুন এই কিটের নাম 'কোভিসেল্ফ'। প্রতি ইউনিটের দাম আড়াইশো টাকা। এই কিটটি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল রিসার্চের অনুমোদনপ্রাপ্ত। ভারতে তৈরি এই কিটের মাধ্যমে বাড়িতে বসে কারো করোনা হয়েছে কিনা, তা নির্নয় করা যাবে।দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি এই কিটটিকে প্রায় সারা দেশেই ছড়ি দেওয়া হবে। দেশ জুড়ে বিভিন্ন ওষুধের দোকানে এই করোনা পরীক্ষার কিট পাওয়া যাবে।

গত ১৯ মে আইসিএমআর দেশিয় পদ্ধতিতে তৈরি র‍্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টের কিটটি বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে। বাড়িতে বসে প্রেগনেন্সি টেস্ট যেভাবে করা হয়, ঠিক সেইভাবেই এই কিটের মাধ্যমে বাড়িতে বসেই করোনা পরীক্ষা করা হবে। যেকোনও ব্যক্তি ই—কমার্সের মাধ্যমে এই কিটের অর্ডার দিতে পারেন।

অর্জিত ভাতা বন্ধ, অসহায় পরিবারের ক্ষোভ প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জুন।। অর্জিত অধিকার কেড়ে নেওয়া হলো। ঘটনা বিশালগড়ের পূর্ব চাম্পামুরায়। আগাম কোন কিছু না জানিয়ে গরিব পরিবারের কন্যা সন্তান ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে অর্জিত অধিকার থেকে বঞ্চিত পরিবারটি। কন্যা সন্তানের সামাজিক ভাতা থেকে বঞ্চিত সহায় সম্বলহীন হতদরিদ্র পরিবার। ঘটনা। কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিশালগড় আর ডি ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব চাম্পামুরায়। এলাকার বাসিন্দা জনার্দন শীলের একমাত্র পঞ্চম শ্রেণি পড়ুয়া মেয়ে অনেক বছর ধরেই কন্যা সন্তানের ভাতা পেয়ে আসছিল। তাতে তার লেখাপড়ার খরচ কোনরকম ভাবে হয়ে যেত।

কিন্তু ইতিমধ্যেই হঠাৎ করে তার কন্যা সন্তানের ভাতা বন্ধ হয়ে যায়। এতদিন ঠিকঠাক ভাবেই ভাতা পেত জনার্দনের মেয়ে। কিন্তু কি কারনে ভাতা বন্ধ হয়ে গেল তা পরিবারের লোকজন জানেন না। জনার্দন শীলের পরিবারে রয়েছে মোট পাঁচজন সদস্য। ঘরে রয়েছে উনার স্ত্রী , পুত্র ,মেয়ে এবং বৃদ্ধা মা। পরিবারে উপার্জনকারী জনার্দন শীলের কাঞ্চনমালা বাজারে একটি ছোটখাটো সেলুনের দোকান রয়েছে। যা রোজগার হয় তা দিয়ে কোন রকম ভাবে সংসার প্রতিপালন করে যাচ্ছেন জনার্দন।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, উনার পরিবারেরে কোনো সরকারি চাকরি নেই।কিন্তু কি কারণে সরকার উনার মেয়ের ভাতা এভাবে কেটে দিয়েছে এখনো তার সঠিক তথ্য জানতে পারেনি পরিবারের লোকজনরা। জনার্দন শীলের একমাত্র মেয়ে কেন ভাতা থেকে বঞ্চিত সেই প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

দীন দরিদ্র পরিবারকে কন্যাসন্তানের ভাতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য পরিবারের তরফ থেকে সরকার ও প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানানো হয়েছে।

'রাতারাতি পরিস্থিতি ঠিক হবে না', ভারত-পাক সম্পর্ক নিয়ে মন্তব্য সেনাপ্রধান নরভনের

শ্রীনগর, ৩ জুন (হি.স) : ভারত-পাকিস্তান দু'দেশের সম্পর্ক রাতারাতি ঠিক হবে না। কাশ্মীর সফরে গিয়ে বৃহস্পতিবার এমনই মন্তব্য করলেন ভারতের সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে।

সীমান্তে অনুপ্রবেশ রুখতে এবং জঙ্গি দমনে ভারতীয় সেনার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সম্প্রতি দু'দিনের জন্য জম্মু-কাশ্মীর সফরে গিয়েছেন সেনাপ্রধান। আলোচনা সেরেছেন সেনার স্থানীয় কম্যান্ডারদের সঙ্গেও। সেখানেই পাকিস্তানের সঙ্গে বর্তমানে ভারতের সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নরভনে বলেন, ভারত-পাকিস্তান-দু'দেশের সম্পর্ক রাতারাতি কখনওই ঠিক হতে পারে না। বিশেষ করে দুই দেশের মধ্যে যখন কয়েক দশক ধরে অবিশ্বাসের পরিবেশ বর্তমান রয়েছে।" এর সঙ্গেই তিনি যোগ করেন, "পাকিস্তানকে এভাবেই সীমান্তে সংঘর্ষবিরতি লঙ্ঘন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, জঙ্গিদের মদত দেওয়া এবং ভারতে অনুপ্রবেশে সাহায্য করাও অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। অর্থাৎ দু'দেশের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পুরো বিষয়টিই পাকিস্তানের উপর নির্ভর করছে।"

বর্তমানে দীর্ঘদিন এলওসিতে সংঘর্ষবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করেনি পাকিস্তান। অর্থাৎ বিগত কয়েকদিনে সীমান্তে উত্তেজনাও আগের তুলনায় অনেকটাই কম। এজন্য আবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতি চুক্তিরও প্রশংসা করেন তিনি। তবে দু'দেশের সম্পর্ক ঠিক করতে হলে, অবশ্যই পাকিস্তানকে সীমান্তে ছায়াযুদ্ধ বন্ধ করতে হবে। সেকথাও মনে করিয়ে দেন নরভনে।

অন্ধ্রপ্রদেশে পারলৌকিক কাজের পর দিন বাড়িতে ফিরলেন বৃদ্ধা, বিজয়ওয়াড়ায় চাঞ্চল্য

বিজয়ওয়াড়া, ৩ জুন (হি.স.): মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর পারলৌকিক সংস্কারও সেরে ফেলেছিলেন ছেলে। কিন্তু তার পরদিনই বৃদ্ধা বাড়িতে এসে হাজির হওয়ায় আঁতকে ওঠেন ছেলে এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা। 'মৃত্যু'র ১৮ দিন পরে করোনা আক্রান্ত ওই মহিলার ফিরে আসার ঘটনায় চাঞ্চল্য গোটা গ্রামে। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায়।

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত ১২ মে বিজয়ওডয়াড়ার সরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন গিরিজাম্মা গাদায়া। তাঁর স্বামী প্রতি দিনই হাসপাতালে দেখতে যেতেন। গত ১৫ মে হাসপাতালে যান গাদায়ার স্বামী। কোভিড ওয়ার্ডে গিয়ে স্ত্রীকে দেখতে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকেন। এ ওয়ার্ড, ও ওয়ার্ড ঘুরেও যখন খুঁজে পাচ্ছিলেন না, হাসপাতালের এক নার্স তাঁকে 'দুঃসংবাদ'টা দেন। দাবি, ওই ব্যক্তিকে বলা হয় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। এমনকি মর্গ থেকে প্লাস্টিকে মোড়ানো দেহও তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিষণ্ণ মনে, ভারাক্রান্ত দেহে ওই ব্যক্তি 'স্ত্রীর' দেহ বাড়িতে নিয়ে আসেন। ওই দিনই গিরিজাম্মার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ২৩ মে ওই পরিবারের ছোট ছেলে রমেশের মৃত্যু হয় কোভিডে। গত ১ জুন মা ও ছেলের পারলৌকিক ক্রিয়া পালন করেন পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু আচমকাই ২ জুন বাড়িতে এসে হাজির হন গিরিজাম্মা। সকলের চোখ তখন কপালে ওঠার মতো অবস্থা।তার পরই পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে তা হলে কার দেহ কবরস্থ করলেন তাঁরা? এক সদস্য জানান, দেহ পুরো মোড়ানো ছিল। কোভিড সংক্রমণের ভয়ে সেটা খুলে আর দেখা হয়নি। তড়িঘড়ি কবর দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় হাসপাতালের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

করোনার জরুরি ওষুধ বেআইনিভাবে মজুত মামলায় দোষী সাব্যস্ত গম্ভীরের সংস্থা ও আপ বিধায়ক প্রবীণ কুমার

নয়াদিল্লি, ৩ জুন (হি.স) : বেআইনিভাবে করোনা চিকিৎসার ওষুধ ফ্যাবিফ্লু কেনা, মজুত করা এবং বন্টন করা হয়েছে গৌতম গম্ভীরের ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে। বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্টে করোনা আবহে জরুরি ওষুধ বেআইনিভাবে মজুত রাখা সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে দিল্লি সরকারের ড্রাগস কন্টোলার সংস্থার তরফে এমনটাই জানানো হয়েছে। শুধু গম্ভীরের সংস্থা নয়, আপ বিধায়ক প্রবীণ কুমারকেও দোষী সাব্যস্ত করেছে দিল্লি সরকারের ড্রাগস কন্টোলার সংস্থা। তাঁর বিরুদ্ধেও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে এই সংক্রান্ত মামলাগুলির অগ্রগতি কতদূর, ড্রাগস কন্টোলারকে সেই সংক্রান্ত স্ট্যাটাস রিপোর্ট আগামী ছ'সপ্তাহের মধ্যে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের পক্ষ থেকে। মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ২৯ জুলাই।

এর আগে এই ঘটনায় গম্ভীরের সংস্থাকে ক্লিনচিট দিলেও পরবর্তীতে আদালতের ভর্ৎসনার পরই নিজেদের ওই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এল তারা। শুধু তাই নয়, এভাবে ওষুধ মজুত করায় কড়া শাস্তিও দেওয়া হবে গম্ভীরের সংস্থাকে। আদালতে সেকথাও জানানো হয়েছে।

গৌতম গম্ভীরের সংস্থার বিরুদ্ধে বিনা অনুমতিতে করোনা চিকিৎসায় ব্যবহৃত 'ফ্যাবিফ্লু' ওষুধ প্রচুর পরিমাণে মজুত করেছে। মৃদু উপসর্গযুক্ত করোনা রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই ওষুধ ব্যবহার হয়। গৌতম গম্ভীর নাকি তাঁর সংসদীয় এলাকায় বিনামূল্যে এই ওষুধ বিতরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে কারণেই বিপুল পরিমাণ ফ্যাবিফ্লু তিনি মজুত করেছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল আপ বিধায়ক প্রবীণ কুমারের বিরুদ্ধেও।

এদিকে, এই ঘটনা সামনে আসতেই চিকিৎসক দীপক সিং ওই বেআইনি মজুতের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করেন। সেই মামলার শুনানির সময় বিচারপতি বিপিন সংঘি এবং বিচারপতি জসমীত সিংয়ের ডিভিশন বেঞ্চে বলে, মানুষের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করতে হলে ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসে ওষুধ জমা করুন। রাজনৈতিক নেতাদের ওষুধ মজুত করার কোনও প্রয়োজন নেই। ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিস ওই ওষুধ হাসপাতালের মাধ্যমে মানুষের কাছে বিতরণ করবে। এরপরই সোমবারের মধ্যে দিল্লি সরকারের ড্রাগস কন্টোলার সংস্থাকে নতুর করে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়। সেই রিপোর্টই এদিন জমা দেওয়া হল আদালতে।

নতুন ভাবনায়
পথ চলা শুরু
বাংলার সাথে এখন
হিন্দি
খবর-ও
hindi.jagarantripura.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।